আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

অবতরণিকা

যুগে যুগে নবী-রসূলকে গালি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ মুসলিম-বিদ্বেষী অমুসলিমরা এ কাজে মনের তৃপ্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু ইদানিং কিছু নামধারী মুসলিমও এ কাজে চরম দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। অবশ্য তারা আসলে 'মুনাফিক'।

এরা ঘরের ঢেকি কুমীর। খোদ নবী ﷺ-এর যুগে এদের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে তো অবশ্যই থাকবে। এরা এদের মাথা ও কলম বিক্রি করে। অর্থের বিনিময়ে, রাজনৈতিক স্বার্থ লাভের বিনিময়ে, সুনাম ও প্রসিদ্ধি লাভের বিনিময়ে দ্বীন ও তার নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, কটুক্তি করে, কটাক্ষ করে।

যেখানে ইসলামী আইন প্রচলিত, সেখানে তারা নিজেদের আচরণ গোপন রাখে। কখনও তাদের থলের বিড়াল লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়লে সরকারের কাছে উপযুক্ত শাস্তি পায়।

কিন্তু যেখানে তাগূতী আইন আছে, সেখানে মুসলিমরা নিজেদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত খায়, মনে-প্রাণে কষ্ট পায়। অপরাধীদের উচিত শাস্তি হয় না বলে মনের ক্ষোভ মনের ভিতরেই দাবানলের মতো দাবিয়ে রাখে।

তা বলে চুপ করে বসে থাকে না। তার মুকাবিলা করার জন্য সমমানের মাধ্যম প্রয়োগ করে। চ্যানেলের মুকাবিলায় চ্যানেল, নেটের মুকাবিলায় নেট, বইয়ের মুকাবিলায় বই, কবিতার মুকাবিলায় কবিতা।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই এমন ঘটনা ঘটেছে। ব্যঙ্গ-কবিতায় তাঁর নিন্দা করা হয়েছে। সাহাবী কবি সে কবিতার জবাব দিয়েছেন। কবিতার মুকাবিলায় কবিতা রচনা ক'রে কবি হাস্সান বিন সাবেত رضي الله عنه মহানবী ﷺ-এর মহান চরিত্র ও নবুঅতকে নোংরা মানুষের নোংরা

কাদার ছিটা থেকে রক্ষা করেছেন। মহানবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষা করে তিনি এক কবিতায় বলেছেন,

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ   وَعِنْدَ اللَّهِ فِى ذَاكَ الْجَزَاءُ

তুমি মুহাম্মাদের (ব্যঙ্গ-কবিতায়) দুর্নাম করেছ, আমি তার জবাব দিয়েছি। এতে আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রতিদান।

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا   رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

তুমি মুহাম্মাদের (ব্যঙ্গ-কবিতায়) দুর্নাম করেছ, যিনি সৎ ও সংযমশীল, আল্লাহর দূত, যাঁর অভ্যাস হল বিশ্বস্ততা।

فَإِنَّ أَبِى وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى   لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

নিশ্চয় আমার পিতা, আমার মাতা ও আমার সম্ভ্রম, তোমাদের আক্রমণ থেকে মুহাম্মাদের সম্ভ্রমের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত।

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِى إِنْ لَمْ تَرَوْهَا   تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَىْ كَدَاءِ

আমি আমার প্রাণ খোয়াব, যদি তোমরা ঐ (অশ্বগুলি)কে না দেখো ধূলা উড়িয়ে দেবে 'কাদা'র দুই প্রান্ত থেকে।

يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ   عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ

তারা ধাবিত অবস্থায় লাগামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাদের স্কন্ধগুলিতে থাকবে রক্তপিপাসু বর্শা।

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ   تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

আমাদের অশ্বগুলি হবে (বৃষ্টির মতো দ্রুত) ধাবমান, তাদের (দেহ) মুছে দেবে মহিলারা ওড়না দিয়ে।

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا   وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

অতঃপর যদি তোমরা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে

আমরা উমরাহ করে নেব। আর বিজয় সূচিত হবে এবং (শির্ক ও কুফরের) আবরণ উন্মুক্ত হবে।

وَإِلاَّ فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ   يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

নচেৎ সবর কর সেই দিনের ঘাত-প্রতিঘাতের, যেদিনে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করবেন।

وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا   يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

আর আল্লাহ বলেন, আমি অবশ্যই একটি বান্দা প্রেরণ করেছি, যে হক কথা বলে, যাতে কোন প্রচ্ছন্নতা নেই।

وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا   هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

আল্লাহ আরো বলেন, আমি অনায়াসে প্রস্তুত করেছি এমন একটি সেনাদল, যারা (মদীনার) আনসার, যাদের প্রদর্শনী খেলা হল যুদ্ধ-মোকাবিলা করা।

لَنَا فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ   سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ

প্রত্যেক দিন আমাদের প্রস্তুতিতে রয়েছে, গালাগালি, লড়াই অথবা নিন্দা-কবিতা রচনা করা।

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ   وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে নিন্দা-কবিতা রচনা করবে অথবা তাঁর প্রশংসা করবে অথবা তাঁর সহযোগিতা করবে---সব সমান।

وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا   وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

আল্লাহর দূত জিবরীল এবং পবিত্রাত্মা আমাদের মধ্যে রয়েছেন, যাঁর সমতুল কেউ নেই। (মুসলিম ৬৫৫০নং)

মহানবী ﷺ-এর শানে এমন আঘাতের কথা শুনে আবেগে পরিপ্লুত হয়ে অনেক ধর্মপ্রাণ কিশোর-যুবক অনেক অসমীচীন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

যুগে যুগে দ্বীনদার মানুষেরা কোথাও শান্তিপূর্ণ মিটিং-মিছিল করে প্রতিবাদ করে থাকেন। কোথাও প্রচার মাধ্যমের মাঝে নিজেদের মত-বিনিময় করে তীব্র নিন্দা জানিয়ে থাকেন। লেখকরা সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন।

প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। স্ব-স্ব দায়িত্বপালনে সকলকেই তৎপর হওয়া উচিত। যেহেতু সকলকেই কাল কিয়ামতে নিজ নিজ দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মুসলিম সরকার যদি এমন মহা অপরাধের দন্ডবিধি প্রয়োগ না করে অপরাধীদের বুকের পাটা বাড়িয়ে থাকে, তাহলে সে তার জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকুক।

জনগণ যদি নিজের দায়িত্বশীলতা না বুঝে এমন অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয় এবং প্রতিবাদের ঝড় না তুলতে পারে, তাহলে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার জন্য জনগণকেও কৈফিয়ত দিতে হবে কাল কিয়ামতে।

মুসলিম কবি-লেখকগণও যদি প্রতিবাদী কলম ব্যবহার না করেন, তাহলে তাঁদেরকেও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সেদিন।

সেই ভয়ই আমার মনে। ক্ষত-বিক্ষত মন ও মস্তিষ্কে লিখতে বসলাম। আমার যতটা ক্ষমতা, ততটা আমি পারি। এ বিশাল কাজের দায়িত্ব কতটা পালন করতে পারব, তা জানি না। তাই আমি কবির ভাষায় বলি,

‘কে লইবে মোর কার্য’ কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।

মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, 'স্বামী,
আমার যেটুক সাধ্য করিব তা আমি।'

হে আল্লাহ! আমি তোমার নবী ﷺ-কে সারা পৃথিবীর সকল বস্তু ও ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি, নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার অস্ত্র নিয়ে তোমার দুশমনদের তোমার নবীর প্রতি ঘৃণার অস্ত্রের মুকাবিলা করার সাহস করেছি। তুমি আমার অস্ত্রে শান দিয়ো, মনে শক্তি দিয়ো ও মনে বল দিয়ো। তুমি যদি কাউকে সাহায্য কর, তাহলে তার ওপর বিজয়ী হবে কে? তুমি যে বিজয়দাতা, মহান দাতা। তুমি তো তিনি, যিনি বলেছেন,

{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (٩) سورة الصف

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর জ্যোতিকে তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন; যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ এবং সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (স্বাফ্ ঃ ৮-৯)

হে আল্লাহ! তুমি তোমার দ্বীনকে বিজয়ী কর। তোমার দুশমনদেরকে পরাস্ত কর। তোমাকে, তোমার রাসূল ও দ্বীনকে যারা গালি দেয়, তাদেরকে শায়েস্তা করার মতো শক্তি যদি আমাদের না থাকে, তাহলে তুমি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো না। তাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমাদের মনে শান্তি দাও, আমাদের চোখে শীতলতা আনো, আমাদের হৃদয়ের আগুন নির্বাপিত কর। তুমি

আযীযুন যুনতিক্বাম।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৫/৫/ ১৩

দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি

দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি তাওহীদ। সেই সাথে আল্লাহ, রসূল ও দ্বীনকে ভালোবাসা মৌলিক বিষয়সমূহের অন্যতম। দ্বীনের যে রসূল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁর তা'যীম করা, তাঁর শানে কথায় আদব বজায় রাখা আবশ্যক।

এটা তো মানুষের প্রকৃতি। তবুও মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (٩) سورة الفتح

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (ফাত্হ ঃ ৮-৯)

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٦) الأحزاب

অর্থাৎ, নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ। (আহ্যাব ঃ ৬)

ঈমান ভালোবাসার মতোই। তা অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কর্মে পরিণত করার নাম। সেটাই হল প্রকৃত ঈমান, প্রকৃত ভালোবাসা। আর সে জন্যই প্রকৃত ভালোবাসা ছাড়া প্রকৃত মু’মিন হওয়া সম্ভব নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি। (বুখারী ১৫, মুসলিম ১৭৮নং)

তিনি আরো বলেছেন,

« لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

অর্থাৎ, কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার, ধন-সম্পদ এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি। (মুসলিম ১৭৭নং)

যাঁকে ভালোবাসা হয়, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তি না থাকলে ভালোবাসা অর্থহীন হয়। ভালোবাসার জন্য জরুরী ঃ ভালোবাসার পাত্রের জন্য ব্যয় করা, তাঁর মনোমতো চলা এবং কপটতা বর্জন করা।

কিন্তু ভালোবাসার পাত্রকে যদি ব্যঙ্গ করা হয়, তাঁর শানে বেআদবীপূর্ণ উক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাঁকে কোনভাবে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয় ভালোবাসার জায়গায় ঘৃণা স্থান দখল করে। আর মনের মধ্যে ঘৃণা এলে সে অন্ধকার ভালোবাসার আলোকে বিদায় নিতে বাধ্য করে। প্রিয়পাত্রের প্রতি ঘৃণা তাকে শত্রুতে পরিণত করে।

সুতরাং নবীর প্রতি ভালোবাসার জায়গায় যদি ঘৃণা থাকে কারো অন্তরে, তাহলে সে ‘মু’মিন’ থাকতে পারে না। যেহেতু গালাগালি, ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ ক’রে ঘৃণা প্রকাশ করা সেই ঈমানী ভালোবাসার

পরিপন্থী। 'অভক্তির অপমান' ভালোবাসার পবিত্রতাকে মলিন করে দেয়। যে মনে ভক্তি ও ভালোবাসা নেই, সে মনের কোন বিশ্বাস কাজে দেয় না।

মহান আল্লাহ, তাঁর দ্বীন বা রসূল বিষয়ে মন্তব্য সহজ নয়

মহান আল্লাহ, তাঁর দ্বীন বা রসূল বিষয়ে কোন মন্তব্য সহজ নয়। সুতরাং হালাল-হারাম সম্বন্ধে ফতোয়া দেবেন সুবিজ্ঞ উলামাগণ। দ্বীন-বিষয়ক ব্যাখ্যা দেবেন তারা। যে যে বিষয়ে পারদর্শী, সে সে বিষয়ে মন্তব্য করলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। চিকিৎসা বা রোগের ব্যাপারে কোন ডাক্তারের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে, সেখানে কোন মুফতী বা আলেমের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তেমনি দ্বীনের ব্যাপারে কোন উকীল-ব্যরিস্টার, অভিনেতা-সাংবাদিক বা কবি-সাহিত্যিকের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। নিজের বিষয়ীভূত যা নয়, তার ব্যাপারে মুখ চালানো বা নাক গলানো সত্যিই বাচালতা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ).

অর্থাৎ, পরকীয় বিষয়ীভূত কথা ত্যাগ করা মানুষের সুন্দর ইসলামের প্রমাণ। (আহমাদ ১৭৩৭, তিরমিযী ২৩১৮নং)

সুতরাং সভ্য ও সংযমী মুসলিম এমন কোন বিষয়ে মুখ খোলে না, যে বিষয়ে তার পারদর্শিতা ও দক্ষতা নেই। অনর্থক বিষয়ে মুখ চালিয়ে সে হাসির পাত্র হয় না।

পরন্তু এমন কিছু কথা আছে, যে কথায় ঈমান ও কুফরী বা জান্নাত ও জাহান্নাম সন্নিবিষ্ট আছে। সে কথা সে মুখেও আনে না। যেহেতু ঈমান

অমূল্য ধন। আর তা সামান্য কথায় অতি সহজে চুরি হয়ে যায়। কচুর পাতার উপরে পানির মতো অনেকের হৃদয়ে ঈমান টলমল করে। সামান্য বাতাসেই তা অনায়াসে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ} (١٨١)

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, 'আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত।' তারা যা বলেছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। (আলে ইমরান ঃ ১৮১)

তিনি আরো বলেছেন,

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} (٧٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলে যে, তারা (গালি) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা শুধু এই জন্য দোষারোপ করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর রসূল অভাবমুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তারা তওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা

বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী (অভিভাবক) হবে, আর না কোন সাহায্যকারী। (তাওবাহ ঃ ৭৪)

এই জন্য মহানবী ﷺ নিজ উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন,

« إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِى بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ».

"মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ'টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" *(মুসলিম ৭৬৭৩নং)*

এক বর্ণনায় ৭০ বছরের দূরত্বের কথা বলা হয়েছে। (তিরমিযী, সঃ জামেঃ ১৬১৮নং)

(إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ).

"বান্দা আল্লাহ তাআলার সন্তোষজনক এমন কথা অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলে, যার ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত ক'রে দেন। আবার কখনো বান্দা অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।" *(বুখারী ৬৪৭৮নং)*

(إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

"মানুষ আল্লাহ তাআলার সন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহ তাআলার অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।" *(মুঅত্তা মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ জামেঃ ১৬১৯নং)*

একদা মহানবী ﷺ মুআয ؓ-কে বললেন, "আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?" মুআয বললেন, 'অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, "তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ।" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে?' তিনি বললেন,

(ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ).

"তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?" *(আহমাদ, তিরমিযী, সঃ জামেঃ ২০৫নং)*

উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?' তিনি বললেন,

(أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ).

"তুমি নিজ রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর।" *(আহমাদ ২২২৩৫, তিরমিযী ২৪০৬নং)*

এমনও কথা আছে, যা মুখ ফসকে বলে ফেললে মানুষের সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়। মহানবী ﷺ বলেন,

(إِنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ).

"এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'কে সে, যে আমার উপর কসম খায় যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল ধ্বংস করলাম।" *(মুসলিম ২৬২১নং)*

এই শ্রেণীর মন্তব্য অন্যের সম্বন্ধে, 'ওমুক কাফের।' অথচ সে জানে না যে, সে আসলেই 'কাফের' কি না। এর ফলে বক্তা নিজে 'কাফের' হয়ে যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

« أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ».

"যখন কেউ তার ভাইকে কাফের বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়। যা বলেছে তা যদি সঠিক হয় তো ভালো; নচেৎ তার (বক্তার) উপর ঐ কথা ফিরে যায়।" *(বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ২২৫নং)*

এমন অনেক কথাই আছে, যা মুখে উচ্চারণ করলে মানুষ ‘কাফের’ হয়ে যায়। তার মধ্যে অন্যতম হল, আল্লাহ, রসূল বা দ্বীন সম্বন্ধে কোন কুমন্তব্য করা। আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনকে গালি দেওয়া। আল্লাহ, রসূল বা দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা ইত্যাদি।

দ্বীন বা রসূল নিয়ে কটুক্তির কারণসমূহ

হতভাগা মানুষ দ্বীন বা রসূলকে নিয়ে কটুক্তি বা কদুক্তি করে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে, অশালীন বাক্য বলে, অশিষ্টবাক্য প্রয়োগ করে, টিটকারি করে, নিন্দা গায়, কটাক্ষ বা গালাগালি করে, অশোভনীয় মন্তব্য করে, শ্লেষাত্মক বাক্য ব্যবহার করে, এ সবের একাধিক কারণ আছে। এক এক মানুষ এক এক কারণে এই দুর্ভাগ্যজনক দুষ্কর্ম করে থাকে। তার মধ্যে কিছু কারণ নিম্নরূপ হতে পারে ঃ-

(এক) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ভাগ্য হতে পারে। তাই সে দ্বীন বা তার রসূলকে গালি দিয়ে এমন হতভাগ্যের কাজ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} (٦٧) سورة التوبة

“তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।” (তাওবাহ ঃ ৬৭)

{فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (٥) سورة الصف

“তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র ক’রে দিলেন।” (স্বাফ্ ঃ ৫)

{فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ} (١٣) سورة المائدة

“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠোর ক’রে দিয়েছি, তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক’রে থাকে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে।” (মায়িদাহ ঃ ১৩)

বান্দা অনেক সময় এমন ভালো কাজ করে, যার ফলে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ হিদায়াত লাভ করে। অনুরূপ এমন মন্দ কাজ করে, যার ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কার স্বরূপ ভ্রষ্টতা তার নসীব হয়। যার পরিণামে দুনিয়া ও আখেরাতে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

(দুই) দ্বীন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে, দ্বীনের হালাল-হারাম না জেনে, দ্বীনের শিক্ষা ও শিষ্টাচারিতা থেকে দূরে থেকে এমন দুষ্কর্ম করে বসে।

(তিন) দ্বীনহীন পরিবেশ থেকে সে ধারণা নেয় যে, দ্বীনদারী একটা ফালতু কর্ম। আধুনিক বিশ্বে তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। দ্বীন মানুষকে পশ্চাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দ্বীন মানুষকে উন্নতি ও প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। দ্বীন মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ইচ্ছা-সুখে বাধা প্রদান করে। দ্বীন মানুষের মাঝে হানাহানি ও সহিংসতায় উদ্বুদ্ধ করে। বাস! অতএব দ্বীন সেই মানুষের কাছে ‘চোখের বালি’ হয়ে যায়। অথচ অনেক সময় সে ভুল বুঝে এমন অনেক দ্বীন-বিরোধী কাজকেও ‘দ্বীন’ ধারণা করে দ্বীন-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে! অতঃপর শুরু করে দ্বীন-বিরোধী মন্তব্য।

(চার) খেয়াল-খুশী, কুপ্রবৃত্তি তথা শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ মানুষকে দ্বীন বা রসূল-বিরোধী মন্তব্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেহেতু সে ইসলামকে জীবন-সংবিধানরূপে মানতে চায় না। মানলে ইচ্ছাসুখে বাধা পড়ে, ব্যক্তি ও বাক্-স্বাধীনতার মুখে লাগাম পড়ে। সুতরাং সে মানুষের মনগড়া তন্ত্রকে নিজের জীবন-উন্নতির মন্ত্র বানিয়ে নেয়। যা তার

বিবেক-বিরোধী হয়, তাকে সে গালি দেয়। যে তার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয়, তার প্রতি সে কদুক্তি করে।

(পাঁচ) 'সব ধর্ম সমান'---এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়। অথবা 'সব ধর্মই সত্য'---এই বিশ্বাস তার মজ্জাগত হয়। অথবা 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'মানবতাবাদ' বা 'সাম্যবাদ' ইত্যাদি ইসলাম-বিরোধী মতবাদকে আদর্শরূপে বরণ করে। আর তখন ইসলাম হয় তার চোখের জ্বালা এবং ইসলাম-বিরোধী মন্তব্যই হয় তার কথামালা! অজ্ঞতাবশতঃ সে ইসলামকে মানবতার শত্রু মনে করে বসে। মূর্খতাবশতঃ ইসলামী বিধানকে প্রগতি ও অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ধারণা করে বসে। সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত হওয়ার জন্য ইসলামকেই দায়ী করে থাকে। মানুষরূপী 'অমানুষ'কে উচিত শাস্তি দিলে ইসলামকে মানবতা-বিরোধী ভেবে বসে! নিজের চোখে রঙিন চশমা পরে সারা দুনিয়াটাকে রঙিন ধারণা করে বসে!

(ছয়) কাফেরদের আয়-উন্নতি দেখে নিজের বার-বর্কতের আশায় তাদেরকে 'প্রভু' ভেবে বসে। তাদেরকে পৃথিবীর সুখ-শান্তির একক দিশারী ধারণা করে। তাদের উন্নয়নে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে 'পতিতপাবন' জ্ঞান করে। বাস্! আর তার মানেই ইসলাম হল অবনতির মূল কারণ! ফলে বাক্যবাণ চালাতে শুরু করে তার দিকে, তার নবীর দিকে, তার বিধানের দিকে! কুফরী ইসলামের শত্রু। তাই কাফেরকে অন্তরঙ্গ ক'রে মুসলিমকে শত্রু ও উপহাসের পাত্র ধারণা করে।

(সাত) আল্লাহ ও তাঁর রসল ﷺ যা হারাম করেছেন, তা সে হালাল মনে করে। স্বার্থবশে সূদ, ঘুস, ব্যভিচার, মদ্যপান, গান-বাজনা ইত্যাদিকে বৈধ ধারণা করে। সুতরাং এর বিপরীত যে বলবে, সে তার বৈরী তো হবেই এবং সে তার গালি তো খাবেই।

(আট) কিছু মুসলিম আছে, যারা বিধান না জেনে অন্য ধর্ম বা তার প্রবর্তককে গালি দেয়। সুতরাং গালির বিনিময়ে তাদের দ্বীনও গালি খায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٠٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহবান করে, তাদেরকে তোমরা গালি দেবে না। কেননা, তারা বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। (আন্‌আম ঃ ১০৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ».

"কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া।" জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কি কোন ব্যক্তি গালি দেয়?' তিনি বললেন,

« نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ».

"হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে গালি দেয়।" *(বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ২৭৩নং)*

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর মুসলিম পরোক্ষভাবে নিজের দ্বীনকে গালি দেয়, যার পাপ সহজ নয়।

(নয়) যেমন সকল জাতি ও শ্রেণীর মানুষের মাঝে কট্টরপন্থী বা চরমপন্থী আছে, তেমনি মুসলিম জাতির মধ্যেও এমন লোক অবশ্যই আছে। তারা যখন ভুল বুঝে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতায় মত্ত হয়, তখন ইসলাম গালি খায়। মুসলিমরা এমন কাজ করে, যা ইসলামে নেই। কিন্তু তার ফলে গালি খায় ইসলাম। মুহাম্মাদী সঠিক পথনির্দেশনা না মেনে যেখানে-সেখানে বোম ফাটিয়ে নিরপরাধ মানুষ খুন করে কিছু উগ্র মুসলিম। আর তার ফলে মুহাম্মাদের মাথাকে বোম বানিয়ে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করা হয়। বোরকা পরে সমাজ-বিরোধী কাজ করে কিছু মুসলিম পুরুষ বা মহিলা। আর তার ফলে ব্যঙ্গ করা হয় প্রত্যেক পর্দানশীন মহিলা ও বোরকাকে!

শরীয়তের উক্তির যথাপ্রয়োগ না করে সন্ত্রাসকে জিহাদ মনে করে অনেক উগ্রপন্থী যুবক। পরন্তু তাদের মতো জিহাদী কর্মে শরীক না হলে অপরকে 'মুনাফিক' ধারণা করে তারা। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল। *(মুসলিম ৫০৪০নং)*

ওরা জিহাদে বদর যুদ্ধের ৩১৩ জন লোক নিয়ে যুদ্ধে জয়ী হওয়া দেখে। আর তাতে মহান নেতা ইমামে আ'যম দ্বীনের নবীকে দেখে না, তাঁর সাথে তাঁর একনিষ্ঠ পূর্ণ ঈমানের সহচরবৃন্দকে দেখে না। তাঁদের মাঝে ঐক্য ও সংহতিকে দেখে না। তাঁদের সহযোগিতায় ৩ বা ৫ হাজার অবতীর্ণ ফিরিশ্তাকে দেখে না।

তাদের ধারণা, তাদের জন্য নাকি ফিরিশতা অবতীর্ণ হবেন। নিজের ঈমানের খোঁজ নেই, এরা আবার পরকে 'মুনাফিক' বলে!

(দশ) এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা কাফেরদের নিকট সম্মান, সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা চায়। তখন তারা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও খোশ করার জন্য তাদের মনের অনুকূল লেখালেখি করে। নিজের ঘরকে গালি দিয়ে পরকে খোশ করার আচরণে সাফল্য লাভ করে। এরা আসলে ঘরের শত্রু কুমীর। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। (নিসা ঃ ১৩৯)

অথচ প্রকৃত সম্মান রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি বলেন,

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ (١٠) سورة فاطر}

অর্থাৎ, কেউ ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) চাইলে (সে জেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) তো আল্লাহরই। সৎবাক্য তাঁর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তিনি তুলে (গ্রহণ ক'রে) নেন। আর যারা মন্দ কার্যের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই। (ফাত্বির ঃ ১০)

প্রকৃত সম্মানের অধিকারী হল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (٨) سورة المنافقون

অর্থাৎ, মুনাফিকরা বলে, ‘আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।’ বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। (মুনাফিক্বুন ঃ ৮)

তাই তো মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦٥) يونس

অর্থাৎ, ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। *(ইউনুস ঃ ৬৫)*

ঐ শ্রেণীর মুনাফিকদের অন্তরঙ্গতা থাকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে। ওরা ওদেরকে প্রকৃত ‘ভাই’ ধারণা করে।

(أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ)

অর্থাৎ, তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের সেই ভাইদেরকে বলে, ‘তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।’

আজব অন্তরঙ্গতা ও সখ্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি! কিন্তু আসলে ওরা কপটচারী দুনিয়াদার, স্বার্থপর দাসানুদাস! মহান আল্লাহ এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন,

(وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ

يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ)

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে, (মুনাফিক্বরা) তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (হাশ্‌র ঃ ১১-১২)

ওরা স্বার্থপর সুযোগ-সন্ধানী, অর্থ ও যশ-সন্ধানী। ওরা নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ওরা কি তাদের বিশ্বস্ততায় সফল হতে পারবে?

অনেকে নিজ মুসলিম নামটিকে গোপন করতে চাইলেও অন্য অনেকে আবার 'মুসলিম' বলে গর্ব করে। ইসলামের কিছু মেনে ও অনেক কিছু না মেনে, ইসলামকে বিকৃত ক'রে, মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে 'মুসলিম' বলে ফখর করে। এদের ব্যাপারে কবির মন্তব্য হল,

'ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ
তুমি তাহাদের হও তাবে
তুমি জুতা-বহা তারও অধীন।'

(এগারো) নেহাতই শত্রুতা ও বিদ্বেষবশতঃ সাদা কাপড়ে কাদা ছিটায়। নির্দোষ নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বে কলঙ্কের কালিমা লেপন করে। এই শ্রেণীর ইসলাম-বিদ্বেষীদের ব্যাপারে সতর্ক ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ} (١١٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য (অবিশ্বাসী) কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। যাতে তোমরা বিপন্ন হও, তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তাদের অন্তর গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। *(আলে ইমরান ঃ ১১৮)*

মুশরিক ও কাফেরদের নিকট থেকে ইসলাম-বিরোধী আলোচনা শোনা যাবে, রসূল-বিরোধী কদুক্তি শোনা যাবে, দ্বীন-বিরোধী মন্তব্য শোনা যাবে, পড়াও যাবে। এ ছাড়া বিরোধীদের নিকট থেকে আর কীই-বা আশা করা যেতে পারে। তাদের প্রকৃতির ব্যাপারে মহান আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন,

{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} (١٨٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে

দৃঢ়সংকল্পের কাজ। (আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

আঘাতের নানা তীর

আমার নবীকে নানা তীর মেরে আঘাত করা হয়েছে। নানাভাবে কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যের সময় ধৈর্যধারণ করেছেন এবং শাস্তির সময় শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি কত শত কটু কথা শুনেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সেসব জানিয়ে কখনো ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন, কখনো সান্ত্বনা দিয়েছেন, কখনো প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। যখন যেটা করা বেশি ফলপ্রসূ তখন সেটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} (٩٦) المؤمنون

"তুমি ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা কর। তারা যা বলে, আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" (মু'মিনূন ঃ ৯৬)

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (٣٤) سورة فصلت

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৪)

আবার কখনো বলেছেন,

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ}

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম।"

(নাহ্‌ল ঃ ১২৬)

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (١٩٤) سورة البقرة

"যে তোমাদেরকে (ঐ মাসে) আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ (মাসে) আক্রমণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৪)

একটি সর্বসম্মতভাবে আচরিত আচরণকে কেউ অপরাধ ভাবলে, সমাজে তাকে 'পাগল' বলা হয়। বহু প্রাচীন বিশ্বাস বা চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা করলে তাকে 'উন্মাদ' বলা হয়। কত মিল সেই প্রাচীন জাহেলী যুগের মানুষদের সাথে বর্তমানের আধুনিক জাহেলী যুগের মানুষদের! আজকের অনেক অবিবেচক দুষ্কৃতী মানুষ 'মুহাম্মাদ'কে 'মহা-উন্মাদ' বলে! আর প্রাচীন যুগের সেই জাহেলরাও একই কথা বলত। আল-ক্বুরআনে তার একাধিক নমুনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ} (٨) سورة سبأ

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে বলে যে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে? সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে উন্মাদ?' বস্তুতঃ যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। *(সাবা' ঃ ৭-৮)*

{أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} (٧٠)

অর্থাৎ, অথবা তারা কি বলে যে, সে পাগল? বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে। আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। *(মু'মিনূন ঃ ৭০)*

{وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} (٦) سورة الحجر

অর্থাৎ, তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। (হিজ্‌র ঃ ৬)

{وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ} (٥١) سورة القلم

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শ্রবণ করে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়, এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'(ক্বালাম ঃ ৫১)

কাফের ও মুশরিকদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত,

{وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُون} (٣٦) سورة الصافات

'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?'

বরং সে (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করবে এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল ভোগ করবে। (স্বাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৯)

কাফেরদের নিকট তো স্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রসূল এসেছিল।

{ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ} (١٤) سورة الدخان

অতঃপর ওরা তাকে অমান্য ক'রে বলেছিল, (সে তো) শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পাগল। (দুখান ঃ ১৩- ১৪)

মহানবী ﷺ মুশরিকদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না; নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।'

(কিন্তু তারা তা মেনে নিতে পারল না। উল্টে নানা অপবাদ দিয়ে গালাগালি করতে লাগল। মহান আল্লাহ বলেন,)

{كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (٥٥) سورة الذاريات

"এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে, '(তুমি তো এক) যাদুকর, না হয় পাগল!' তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অতএব (হে নবী!) তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এতে তুমি তিরস্কৃত হবে না। তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।" (যারিয়াত ঃ ৫১-৫৫)

মহানবী ﷺ তাদেরকে তাওহীদের উপদেশ দিতে থাকলেন। কিন্তু তারা তাকে গণক ও কবি বলেও আখ্যায়ন করল! মহান আল্লাহ তবুও বললেন,

{فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ} (٢٩) سورة الطور

"তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক নও, পাগলও নও।"

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি? আমরা তার জন্য কালের

বিপর্যয়ের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করছি। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' (তূর ঃ ২৯-৩১)

মহান আল্লাহ প্রকৃত পাগলদের অবাধ্যাচরণ ও হঠকারিতা লক্ষ্য করতঃ কসম ক'রে বললেন, 'শপথ কলমের এবং ওরা (ফিরিশ্তাগণ) যা লিপিবদ্ধ করে তার।

{مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥) بِأَيِّيكُمْ الْمَفْتُونُ} (٦) القلم

"তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।" (ক্বালাম ঃ ১-৬)

অতএব হে বিশ্বের মানুষ শোনো, তোমরা মানো চাই না মানো,

{وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ} (٢٢) سورة التكوير

"তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) উন্মাদ নয়।" (তাকভীর ঃ ২২)

যেমন ফিরআউন মূসা ﷺ-কে পাগল বলেছিল। সে তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন ক'রে বলেছিল,

{إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} (٢٧) سورة الشعراء

'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি তো এক বদ্ধ পাগল।' (শুআ'রা ঃ ২৭)

মহান আল্লাহ বলেন, 'নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল,

{سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} (٣٩) سورة الذاريات

'এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক পাগল।'

সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য। *(যারিয়াত ঃ ৩৮-৪০)*

বলাই বাহুল্য যে, 'রসূল'কে পাগল বলার রীতি কাফের ও মুশরিকদের এবং ফিরআউন ও তার অনুসারীদের। সঠিক অর্থে 'পাগল' তারাই। যেমন ভালো কথা বলতে গেলে মাতালরা সুস্থ মানুষকে 'মাতাল' বলে এবং উপদেশ দিতে গেলে ক্ষ্যাপা লোকেরা সুস্থ মানুষকে 'ক্ষ্যাপা' বলে থাকে।

তবূকের যুদ্ধে এক মুনাফিক এক মজলিসে আপোসে আলোচনা করতে করতে বলল, 'আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদেরকে মনে করি, তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট খবর গেলে মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে বলতে লাগল, 'আমরা ঠাট্টাছলে এমন কথা বলেছিলাম।' কিন্তু মহান আল্লাহ বললেন,

{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ}

অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেবো, কারণ তারা অপরাধী। *(সূরা তাওবাহ ৬৪-৬৬ আয়াত)*

এ ছিল তাঁর জীবদ্দশায়। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পরেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য থেকে রেহাই পেলেন না। যেহেতু নবী-বিরোধীদের রূহানী সন্তান যে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং মাঝে-মধ্যে নিজেদের গোপন বিষ উদ্‌গার করবে।

মহানবী ﷺ-এর একাধিক বিবাহ ও শিশুকন্যা বিবাহের তাৎপর্য অনুধাবন না করেই অনেক অবিবেচক যালিম তাঁর বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করে। ওরা তারা, যাদের কাছে একাধিক বিবাহ দোষাবহ, কিন্তু একাধিক 'গার্লফ্রেন্ড' বা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মেয়ে বন্ধু থাকা দূষণীয় নয়!

এক ব্যক্তি এক সিনেমা-পাগলকে উপদেশ দিলে সে বলে উঠল, 'নবী এ যুগে বেঁচে থাকলে তিনিও সিনেমা দেখতেন!'

অনেকে তাঁর শানে বেআদবীমূলক কথা বলে, খারাপ মন্তব্য করে। যে হাদীসে তাদের সীমিত বুদ্ধি-বহির্ভূত কথা থাকে, তারা তা বুঝতে না পেরে ব্যঙ্গ করে। অনেক ক্ষেত্রে সেসব হাদীস সহীহ না হলেও নির্বিচারে নবীর প্রতি বিদ্রূপ হানে।

মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহ নিয়ে অনেকে ব্যঙ্গ করে। আর সুন্নাহ নিয়ে ব্যঙ্গ করার মানেই হল তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা। যেমন পুরুষের দাড়ি নিয়ে, মহিলার পর্দা নিয়ে অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে থাকে।

দ্বীনদার পরহেযগার মানুষকে অনেকে 'মৌলবাদী, মোল্লা, সেকেলে, রক্ষণশীল' ইত্যাদি বলে নাক সিঁটকায়।

অনেক সিনেমা-পরিচালক তাঁর জীবনের কোন অংশ নিয়ে পরিহাসমূলক সিনেমা বানায়। অনেক সিনেমায় আল্লাহ, তাঁর রসূল, সাহাবা বা কুরআনের আয়াত নিয়ে ব্যঙ্গ-উপহাস করা হয়। মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের সুচরিত্রকে সিনেমায় নোংরা চরিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ফেসবুকে কত কাফেরদের প্রোফাইলে আল্লাহ, নবী ও দ্বীন-বিরোধী নোংরা মন্তব্য লেখা থাকে।

কত রকমের কার্টুন ও ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে বিদ্রূপ করা হয়। ২০০৫-এর ২৯শে সেপ্টেম্বরে ডেনমার্কের এক পত্রিকায় তাঁর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয় এবং তা নিয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষোভের কত ঝড় বয়ে যায়, কত মানুষ হতাহত হয়। আমেরিকায় তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করে ফিল্ম্ বানানো হয়। যুগে যুগে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিয়ে এইভাবে খেলা খেলে ধর্মহীন নাস্তিকরা।

অবিবেচক সমালোচকরা বলে, 'মুহাম্মাদ সন্ত্রাসী! একদিন আসবে, যেদিন বিশ্বের মানুষ মুহাম্মাদকে থুথু দেবে, যেমন হিটলারকে থুথু দিচ্ছে।'

হায়! হায়! শালে আর জালে? কোথায় শেখ সাদী, আর কোথায় ছাগলের লাদি। কোথায় লিয়াকত আলী, আর কোথায় জুতার কালি?

মহাম্মাদকে হিটলারের সাথে তুলনা?!

তিনি তায়েফবাসীদেরকে মারতে চাননি, তাঁর বদ্দুআ ছিল এ্যাটম-বোমার চাইতেও বেশি শক্তিশালী; কিন্তু তিনি তা প্রয়োগ করেননি।

তিনি বলেন, পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত করে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।' কিন্তু আমি বললাম,

(بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ

شَيْئًا).

"না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

আল্লাহু আকবার! অত্যাচারের নিদারুন আঘাতের শিকার হয়ে তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে আল্লাহর নিকট মুশরিকদের উপর বদ্দুআ (অভিশাপ) করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন,

« إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ».

"আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি। আমি তো করুণারূপে প্রেরিত হয়েছি।" *(মুসলিম ৬৭৭৮-নং)*

তাঁর চেহারা রক্তাক্ত করা হলে তিনি রক্ত মুছতে মুছতে দুআ ক'রে বলেছিলেন,

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ).

"হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা ক'রে দাও। কারণ, তাদের জ্ঞান নেই।" *(বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ৪৭৪৭নং)*

তুফাইল বিন আম্র আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! দাওস গোত্র অবাধ্য এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের উপর বদ্দুআ করুন।' এ কথার পর লোকেরা ভাবল যে, তিনি এবার তাদের উপর বদ্দুআ করবেন। কিন্তু তিনি দুআ ক'রে বললেন,

(اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ).

"হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে (আমার নিকট) আনয়ন কর।" *(বুখারী ২৯৩৭, মুসলিম ৬৬১১নং)*

মক্কা-বিজয়ের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি ইচ্ছা করলে বহু পুরাতন ক্রোধ মিটাতে পারতেন এবং কাফের মক্কাবাসীকে এক ইশারায় ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ তাঁর তো ব্যক্তিগত কোন ক্রোধ ছিল না এবং তিনি তো ধ্বংসের জন্য প্রেরিত হননি। তাই তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন।

পক্ষান্তরে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। যে যে বৈধ কারণে মহান প্রতিপালক তাঁকে জিহাদে অনুমতি ও আদেশ দিয়েছিলেন, সে সে কারণে তিনি জিহাদ করেছেন। শুধু তিনিই নন, বরং পূর্বের অনেক নবীই আল্লাহর আদেশে জিহাদ করেছেন।

কার যুদ্ধের সাথে কার যুদ্ধের তুলনা কর তোমরা? জিহাদ, যুদ্ধ ও সন্ত্রাস এক নয়।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জিহাদে যে সব লোক হত্যা করা হয়েছিল, তারা সবাই ছিল সামরিক লোক।

কিন্তু সব ছেড়ে যদি হিরোশিমার যুদ্ধের কথাই ধরি, তাহলে সে শহরের যে সব লোক হতাহত হয়েছে এবং বর্তমান কালের যুদ্ধে যেখানে মানুষ হতাহত হচ্ছে তাদের অধিকাংশই বেসামরিক লোক।

মহানবী ﷺ মোট যুদ্ধ করেছেন ৬৭টা। আর তাতে বিরোধী পক্ষের লোক মরেছে ৭৫৯টা, নিজেদের লোক মরেছে ২৫৯টা। বন্দী করেছেন ৬৫৬৬টা। মুক্তি দিয়েছেন ৬৫৬৩টা। প্রাণদন্ড দিয়েছেন মাত্র ২টার।

মতান্তরে বিরোধী পক্ষের লোক মরেছে ৮৩৮টা, নিজেদের লোক মরেছে ৪২২টা।

পক্ষান্তরে কেবল ১টি যুদ্ধে হিরোশিমার উপর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মানুষ।

সুতরাং সন্ত্রাসী কে? মুহাম্মাদ, নাকি তাঁর দুশমনরা?

আর তোমরা তাকে হিটলারের সাথে তুলনা কর? হিটলার কত হত্যা

করেছিল? ১ কোটি ৪০ লাখ! অন্য বর্ণনানুযায়ী ৩ কোটি ২০ লাখ।

তাহলে মানুষ হিটলারের মতো মুহাম্মাদকে থুথু দেবে কেন? তারা যদি তোমাদের মতো 'কানা' হয়, তাহলে দিতে পারে। যাদের ভালো-মন্দের তমীয নেই, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য-জ্ঞান নেই, বিচারে ইনসাফ নেই, তারাই কাক-কোকিলকে এক ক'রে দেখে। তারাই ঘোড়াকে ভেড়ার সাথে তুলনা করে।

পরবর্তীতে মুষ্টিমেয় কতক মুসলিম সন্ত্রাসী তৎপরতা চালালে মুহাম্মাদের দোষ কোথায়? কোন আমেরিকান চৌর্যবৃত্তিতে ধরা পড়লে আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাকে কি 'চোর' বলা হয়?

সন্ত্রাসে মুহাম্মাদের অনুমোদন ছিল না। বৃদ্ধ, শিশু ও নারী হত্যায় মুহাম্মাদের সম্মতি ছিল না। তাহলে তাঁকে কেন সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করা হয়? শত্রুতা নচেৎ অজ্ঞতাবশে নিশ্চয়ই। ডেনমার্কের ঐ ব্যঙ্গচিত্রীর মধ্যে দুটোর মধ্যে একটা অথবা দুটো গুণই ছিল।

ব্যঙ্গ করা ও গালি দেওয়ার মাঝে পার্থক্য

ব্যঙ্গ করা গালি দেওয়ার মতো স্পষ্ট না হলেও তাতেও ভিন্ন অর্থে গালির মানেই পাওয়া যায়। রাগ ও ক্ষোভে হয়তো গালি দেওয়া হয়, কিন্তু ব্যঙ্গ করা হয় হাসির ছলে। হাসতে হাসতে আঘাত করা হয়। ফুলের মাঝে কাঁটা রেখে চাবুক মারা হয়।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে, ব্যঙ্গ-ঠাট্টা করার চাইতে গালি দেওয়ার আঘাত আরো বেশি, ফলে তার জঘন্যতা ও অবৈধতা আরো বেশি। এই জন্য ব্যঙ্গ করার চাইতে গালি দেওয়ার পাপ আরো বেশি। আর উভয়ই হল কুফরী কথা। সেই জন্য গালি দেওয়া হারাম হওয়ার দলীলেও ব্যঙ্গ করা হারাম হওয়ার দলীল পেশ করা হয়।

নবীকে গালি দেওয়ার শরয়ী মান

কাফের তো কাফেরই, কোন মুসলিম যদি নবীকে কোন প্রকার গালি দেয়, তাহলে সে কাফের।

কথায় খোঁটা দিয়ে নবীকে যে কষ্ট দেয়, সে কাফের।

নবীকে নিয়ে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, সেও কাফের।

নবীর ব্যাপারে যে কোন অশালীন, অশিষ্ট, অভব্য বা অসভ্য মন্তব্য করে, সেও কাফের।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ } (١٢) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে খোঁটা দেয়, তাহলে কুফরের নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরা এমন লোক যাদের কোনই চুক্তি (বা কসম) নেই। সম্ভবতঃ তারা নিরস্ত হতে পারে। (তাওবাহ ঃ ১২)

লক্ষণীয় যে, যারা দ্বীন সম্বন্ধে খোঁটা দেয়, তাদেরকে 'কুফ্‌রের নেতৃবর্গ' বলা হয়েছে। তার মানে যে দ্বীনের যে কোন বিষয়ে খোঁটা দেবে, সে কাফের।

তবূকের যুদ্ধে এক মুনাফিক এক মজলিসে আপোসে আলোচনা করতে করতে বলল, 'আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদেরকে মনে করি, তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট খবর গেলে মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে বলতে লাগল, 'আমরা ঠাট্টাছলে এমন কথা বলেছিলাম।' কিন্তু

মহান আল্লাহ তাদের মনের কথা খুলে দিয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} (٦٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেবে। তুমি বলে দাও, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেবো, কারণ তারা অপরাধী। *(সূরা তাওবাহ ৬৪-৬৬ আয়াত)*

লক্ষণীয় যে, ব্যঙ্গ ছলে যে কথা ওরা বলেছিল, তার ফলে তারা 'কাফের' হয়ে গিয়েছিল। তাই ওযর পেশ করার পরেও তাদেরকে বলা হল, 'তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ' বা 'কাফের হয়ে

গেছ'।

বলাই বাহুল্য যে, দ্বীন বা নবীকে গালি কোন মুসলিম দিতে পারে না। আর গালি দেওয়ার পর কেউ মুসলিম থাকতে পারে না। যেহেতু এ জঘন্য কাজ নাস্তিকদের, কাফের ও মুনাফিকদের।

মুসলিমদের ঐকমত্য

মুসলিমদের উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে অথবা গালি দেবে, সে ব্যক্তি কাফের।

ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন,

وأجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من الأنبياء أنه كافر بذلك وإن كان مُقِرًّا بكل ما أنزل الله.

অর্থাৎ, মুসলিমরা এ মর্মে একমত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেবে অথবা তাঁর রসূলকে গালি দেবে অথবা আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছুও প্রত্যাখ্যান করবে অথবা কোন নবীকে হত্যা করবে, সে তার ফলে কাফের হয়ে যাবে। যদিও আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তার সবটাই স্বীকার করে।

কাযী ইয়ায বলেন,

... لا خلاف أنَّ سابَّ الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم وكذلك من أضاف إلى نبيِّنا – ﷺ– تعمد الكذب فيما بلغه أو أخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو

أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو كافر بالإجماع. أهـ.

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, আল্লাহ তাআলাকে গালিদাতা মুসলিম হত্যাযোগ্য কাফের। তদনুরূপ যে ব্যক্তি আমাদের নবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করবে যে, তিনি তাঁর (অহী) প্রচারে অথবা খবরে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন অথবা তাঁর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করবে অথবা তাঁকে গালি দেবে অথবা বলবে যে, 'তিনি (সব কিছু) প্রচার করেননি' অথবা তাঁকে বা অন্য কোন নবীকে তুচ্ছজ্ঞান করবে অথবা তাঁদের নিন্দা করবে অথবা তাঁদেরকে কষ্ট দেবে অথবা কোন নবীকে হত্যা করবে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে ব্যক্তি সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কাফের। *(কিতাবুশ শিফা, বিতা'রীফি হুকূক্বিল মুস্ত্বাফা ২/২৭০)*

মুহাম্মাদ বিন সুহনূন বলেছেন,

... أجمع العلماء على أن شاتم النبى – صلى الله عليه وسلم – المستنقص له كافر ومن شك فى كفره وعذابه كفر. أهـ.

অর্থাৎ, উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী ﷺ-কে গালিদাতা ও অপমানকারী কাফের। পরন্তু যে ব্যক্তি তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে অথবা আযাব ও শাস্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, সে ব্যক্তিও কাফের।

ইমাম ইবনে হায্‌ম বলেছেন,

فصح بما ذكرنا أنَّ كلَّ من سبَّ الله تعالى أو استهزأ به أو سبَّ نبياً من الأنبياء أو استهزأ به أو سبَّ آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها...والشرائع كلُّها والقرآن من آيات الله.....فهو بذلك كافر مرتد، له

حكم المرتد، وبهذا نقول.

অর্থাৎ, উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা সঠিকরূপে প্রমাণ হল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে গালি দেবে অথবা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে অথবা নবীগণের মধ্যে কোনও নবীকে গালি দেবে অথবা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে অথবা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোন নিদর্শনকে গালি দেবে অথবা তা নিয়ে ব্যঙ্গ করবে---আর সকল শরীয়ত ও কুরআন আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন---সে ব্যক্তি তার ফলে কাফের ও মুর্তাদ গণ্য হবে। তার বিধান হবে মুর্তাদের বিধান। আমরা এই মতই পোষণ করি। *(আল-মুহাল্লা ১২/৪৩৮)*

বিবেক চায় না গালি দিতে

কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ আপন ভক্তিভাজনকে গালি দিতে চায় না, গালি দিতে পারে না। সুস্থ প্রকৃতির মানুষ একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস রাখে। যাকে সে নিজের আরাধ্য ও উপাস্য মানে। যার কাছে সে নত হয়, যাকে সে ভয় ও ভক্তি করে, যাকে সে ভালোবাসে ও সম্মান করে, যার করুণার আশাধারী থাকে, যার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে সে কীভাবে গালি দিতে পারে?

ভাবতেই পারা যায় না যে, আপন ভক্তিভাজনকে কেউ গালি দেবে। বরং এ কথা স্বাভাবিক যে, কেউ যদি শোনে যে, তার ভক্তিভাজনকে অন্য কেউ গালি দিচ্ছে, তাহলে তার প্রতিবাদ করবে, তীব্র নিন্দা জানাবে এবং প্রয়োজনে হাত চালিয়ে দেবে।

কেমন মুসলিম তুমি? যে ইসলাম মেনে তুমি নিজেকে 'মুসলিম' দাবী কর, সেই ইসলামকেই তুমি গালাগালি কর?

বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ ছাড়া কেউ আপন মা-বাপকে গালি দেয় না।

বিবেক-বুদ্ধিহীন ছাড়া কেউ আপন সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, পালনকর্তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না। পাগল ছাড়া একান্ত আপনজনকে কেউ কদুক্তির আঘাত হানে না। অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ তার বিশ্বাসভাজনকে অসভ্য কথা বলে না।

বিবেকই বলবে, যে তার ভক্তিভাজনকে গালি দেয়, হয় সে পাগল, নচেৎ সে কপট অবিশ্বাসী।

আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন।

নবীকে গালি দেওয়ার শাস্তি

মহান আল্লাহ একক সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও উপাস্য। তিনি তাঁর উপাসনার পদ্ধতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে নবী প্রেরণ করেছেন। প্রেরণ করেছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে। তাঁকে তিনি খালীল ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে নির্বাচন করেছেন। তাঁকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর হিফাযত করেছেন। বিরোধী কাফেরদের হাত ও অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

তিনি নিজ 'শরয়ী' ইচ্ছায় চেয়েছেন, তাঁর খালীল যেন কোন প্রকার কষ্ট না পান। কিন্তু 'কওনী' (সৃষ্টিগত) ইচ্ছায় চাননি বলেই বিরোধীরা তাঁকে কথায় কষ্ট দিয়েছে। তিনি চাননি, যেন তাঁর নিজ ভক্তদের কোন আচরণে তিনি কষ্ট পান। আর সেই জন্য তিনি বিভিন্ন আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ}

(٢) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মু’মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু’মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। (হুজুরাত ঃ ১-২)

অন্য এক আদব দিয়ে তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} (٥٣) الأحزاب

অর্থাৎ, হে মু’মিনগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক’রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের

জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। *(আহযাবঃ ৫৩)*

অন্য এক আদব দিয়ে তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١٠٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! (তোমরা মুহাম্মাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকে) 'রায়িনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' (আমাদের খেয়াল করুন) বল এবং (তার নির্দেশ) শুনে নাও। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (বাক্বারাহ ঃ ১০৪)

رَاعِنَا এর অর্থ আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও আমাদের দিকে খেয়াল করুন! কোন কথা বুঝা না গেলে এই শব্দ ব্যবহার ক'রে আরবী শ্রোতা নিজের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ইয়াহুদীরা বিদ্বেষ ও অবাধ্যতাবশতঃ এই শব্দের কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়ে ব্যবহার করত, যাতে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটতো এবং তাদের অবাধ্যতার স্পৃহায় মিষ্ট স্বাদ পেত। যেমন তারা বলত, رَاعِيْنَا 'রায়ীনা' (আমাদের রাখাল) অথবা رَاعِنَا 'রায়েনা' (নির্বোধ)। অনুরূপভাবে তারা السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ এর পরিবর্তে السَّامُ عَلَيْكُمْ (আপনার মৃত্যু হোক!) বলত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, তোমরা «اُنْظُرْنَا» বলো। এ থেকে প্রথম একটি বিষয় এই জানা গেল যে, এমন শব্দসমূহ যার মধ্যে দোষ ও অপমানকর অর্থের আভাস পর্যন্ত থাকবে, আদব ও সম্মানার্থে এবং (বেআদবীর) ছিদ্রপথ বন্ধ করতে তার ব্যবহার ঠিক নয়। আর দ্বিতীয় যে বিষয় প্রমাণিত হয় তা

হল, কথা ও কাজে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা জরুরী। *(আহসানুল বায়ান)*

ইয়াহুদীদের উক্ত কদাচরণের কথা উল্লেখ ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} (٤٦) سورة النساء

অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের কিছু লোক (তাওরাতের) বাক্যাবলী বিকৃত করে এবং (মুহাম্মাদকে) বলে, 'আমরা (তোমার কথা) শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং 'শোন! তোমার কথা যেন শোনা না হয়।' আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রায়িনা'। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম' এবং 'শোন ও উনযুরনা (আমাদের খেয়াল কর)' তবে তা তাদের জন্য উত্তম ও সুসঙ্গত হত। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, তাদের অল্পসংখক লোকই বিশ্বাস করবে। (নিসা ঃ ৪৬)

এতদ্সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে। মহান আল্লাহ সে অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, সাথে সাথে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতে দেখেও তারা নিজেদের কদাচরণ থেকে বিরত হতো না। আসলে বিশ্বাস যেখানে স্থান পায় না, অলৌকিকতা সেখানে কাজে দেয় না।

মুনাফিক ও কাফেরদের আচরণই তাঁকে কষ্ট দিতো। তাদেরই

কুমন্তব্য তাঁকে দুঃখ দিতো। আর মহান আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, ধৈর্যধারণ করতে বলতেন।

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٤١) سورة المائدة

"হে রসূল! যারা মুখে বলে, 'ঈমান এনেছি' কিন্তু অন্তরে মু'মিন (বিশ্বাসী) নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে (ও অনুসরণে) অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি, ওরা তাদের জন্য (তোমার কথায়) কান পেতে (গোয়েন্দাগিরি ক'রে) থাকে। (তাওরাতের) বাক্যগুলিকে ওর স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে, এ প্রকার (বিকৃত বিধান) দিলে গ্রহণ কর এবং এ (বিকৃত বিধান) না দিলে বর্জন কর। আর আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য আছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি।" (মায়িদাহঃ ৪১)

{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ} (٣٣) سورة الأنعام

"আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট

দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং অত্যাচারিগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।” *(আন্‌আম ঃ ৩৩)*

{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦٥) يونس

“আর ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।” *(ইউনুস ঃ ৬৫)*

{فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} (٧٦) يــس

“অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা ব্যক্ত করে।” (ইয়াসীন ঃ ৭৬)

{وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} (١٠) سورة المزمل

“লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক’রে চল।” (মুয্‌যাম্মিল ঃ ১০)

{وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ} (٧٠) سورة النمل

“ওদের আচরণে তুমি দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।” (নাম্‌ল ঃ ৭০)

মহান আল্লাহ নিজ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তুমি এ কষ্টে একা নও। তোমার পূর্বেও সকল নবীকে একইভাবে নানা কথা বলে ও ব্যঙ্গ ক’রে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর ক্ষতি হয়েছে ব্যঙ্গকারীদেরই।

{وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ (١٠) قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ}

(١١) سورة الأنعام

“তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন

করেছে। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল!" (আন্‌আম ঃ ১০-১১)

যে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, সে কি ভালো মানুষ হতে পারে? কক্ষনো না। সে কাফের তো বটেই, সে অভিশপ্ত। দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا} (٥٧) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (আহ্‌যাব ঃ ৫৭)

একদা মহানবী ﷺ কিছু সাহাবার সাথে তাঁর এক হুজরার ছায়ায় বসে ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, 'একটু পরেই একটি লোক আসবে, সে তোমাদের দিকে শয়তানের দৃষ্টিতে তাকাবে। সে এলে তোমরা তার সাথে কথা বলো না।' সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি নীলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট লোক এসে উপস্থিত হল। আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি আর অমুক-অমুক লোক আমাকে কিসের জন্য গালি দাও?' লোকটি (বিপদ গনে) ফিরে গিয়ে অন্য অভিযুক্ত লোকদেরকে ডেকে আনল এবং কসম খেয়ে নানা ওজর-অজুহাত পেশ করতে লাগল। *(আহমাদ ২৪০৭, হাকেম ৩৭৯৫নং)*

আসলে তারা ছিল মুনাফিক এবং ইয়াহুদীদের সাথে তাদের আঁতাত ছিল। মহান আল্লাহ তাদের কথা কুরআনে বললেন,

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত? তারা (মুনাফিকগণ)

তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদেরও দলভুক্ত নয়। আর তারা জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। নিশ্চয় তারা যা করে তা মন্দ! তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, (এভাবে) তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, সেদিন তারা তাঁর নিকট সেইরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করবে যে, তারা কোন (দলীলের) উপর প্রতিষ্ঠিত। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় তারাই হল মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা হল শয়তানের দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। (মুজাদালাহ্ঃ ১৪-২২)

উক্ত ঘটনা ও তার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, গালি দেওয়া এক প্রকার বিরুদ্ধাচরণ। আর মানুষের মাঝে বিরুদ্ধাচরণ থাকে বলেই বিরোধীদেরকে গালাগালি করে। তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ক'রে গায়ের ঝাল মিটাতে পারে না বলেই গালাগালি ক'রে ঝাল মিটায়। ব্যঙ্গোক্তি ক'রে, অন্যায় সমালোচনা ক'রে, কটাক্ষ ক'রে, অন্যের কাছে প্রতিপক্ষকে ছোট করে রাগ মিটায়। আর ধরা হলে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদেরকে বাঁচাতে চায়। 'আমি ও কথা বলিনি, আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না।' ইত্যাদি।

এক পত্রিকায় পড়েছিলাম, মিসরের এক কবি এমন কিছু কবিতা লিখেছিল, যা ছিল ইসলাম বিরোধী। তার কারণে আরব দেশগুলিতে তার তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। অতঃপর তার শেষ জীবনে মরণ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় আত্মীয়-বন্ধুরা দেখা করতে এসে এক বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই চলেছ। ওই কবিতাগুলির ব্যাপারে কী হবে?'

কবি বলল, 'ওগুলি আমি অন্তর থেকে তো বলিনি। জানো না আল্লাহ বলেছেন,

{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} (٢٢٦) سورة الشعراء

অর্থাৎ, কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার ক'রে থাকে? এবং তা বলে, যা করে না। (শুআ'রা ঃ ২২৪-২২৬)

বিরুদ্ধাচরণ ক'রে সমালোচনা করা হয়। আর সেই বিরুদ্ধাচরণে থাকে চরম শাস্তি। এক শ্রেণীর অমূলক সমালোচনার সমালোচকদের কথা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ} (٦٣) سورة التوبة

"তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত ক'রে থাকে।' তুমি বলে দাও, 'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মু'মিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ করে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল হচ্ছেন বেশী হকদার (এই বিষয়ে) যে, তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে; যদি তারা বিশ্বাসী হয়ে থাকে। তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন; সে তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।" *(তাওবাহ ঃ ৬১-৬৩)*

{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (٥) سورة المجادلة

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর অবিশ্বাসীদের জন্য

রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।” (মুজাদালাহ্ঃ ৫)

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) سورة النساء

“আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেবো, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!” *(নিসাঃ ১১৫)*

তবূকের যুদ্ধে এক মুনাফিক এক মজলিসে আপোসে সমালোচনা করতে করতে বলল, ‘আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদেরকে মনে করি, তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু।’

মহানবী ﷺ-এর নিকট খবর গেলে মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ ক’রে বলতে লাগল, ‘আমরা ঠাট্টাছলে এমন কথা বলেছিলাম।’ কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের সেই কদর্যতার শাস্তি ঘোষণা ক’রে বললেন,

{لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} (٦٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, তোমরা এখন (অনর্থক) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু’মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেবো, কারণ তারা অপরাধী। *(সূরা তাওবাহ ৬৪-৬৬ আয়াত)*

এরা হল সুযোগ-সন্ধানী মুনাফিক। এদের প্রকৃতি হল,

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} (١٤) سورة البقرة

"যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে পরিহাস করি মাত্র।' (বাক্বারাহ ঃ ১৪)

সুতরাং তাদের শাস্তি হল,

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (١٦)

"আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথে পরিচালিতও নয়।" (বাক্বারাহ ঃ ১৫-১৬)

আল্লাহর নবী ﷺ-কে কেউ কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেন। কুরআন অবতীর্ণ ক'রে নবীকে সান্ত্বনা দেন। নিজের আত্মীয়-স্বজনকে (আযাবের) ভয় দেখাতে ও তবলীগ করতে যখন নবী ﷺ আদিষ্ট হলেন, তখন তিনি স্বাফা পাহাড়ের উপর চড়ে 'ইয়া স্বাবাহাহ' বলে আওয়াজ দিলেন। এই রকম আওয়াজকে ভয়ের সংকেত বোঝা হয়। সুতরাং এই আওয়াজে লোকেরা জমা হয়ে গেল। মহানবী ﷺ বললেন, 'তোমরা বল! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এক অশ্বারোহী সৈন্যদল এই পাহাড়ের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে, সে তোমাদের উপর হামলা করতে উদ্যত, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?' তারা বলল, 'কেন বিশ্বাস করব না? আমরা তোমাকে কখনই মিথ্যাবাদীরূপে পাইনি।' নবী ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে

তোমাদেরকে আজ আমি এক বড় আযাব থেকে সাবধান করতে একত্র করেছি। (যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্রে অটল থাক, তাহলে সেই আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করবে।)’

এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, !تبًا لك ধ্বংস হও তুমি! এ জন্যই তুমি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছ? এই কথার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা একটি সূরা নাযিল করলেন। *(বুখারী ৪৭৭০নং)* যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত পঠিত হবে ঃ-

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} (٥)

“ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে থাকবে খেজুর আঁশের পাকানো রশি।” (সূরা লাহাব)

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল ‘আব্দুল উযযা’ তার রূপ-সৌন্দর্য ও মুখমন্ডলের লাল আভার ঔজ্জ্বল্যের কারণে তাকে আবু লাহাব (শিখাময়) বলা হত। এ ছাড়া পরিণামের দিক দিয়ে সে আগুনের ইন্ধন তো বটেই। এ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর আপন চাচা ছিল। কিন্তু শত্রুতায় সে ছিল তাঁর প্রতি অতি কঠোর। আর তার স্ত্রী উম্মে জামীল বিনতে হার্বও তাঁর প্রতি দুশমনীতে নিজ স্বামীর চেয়ে কম ছিল না। সে নবী ﷺ-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো। নবী ﷺ-কে অপমান করত। তাই তাকেও শাস্তির ঘোষণায় শামিল করা হয়েছে।

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}

এই বদ্দুআটি সেই বদ্দুআর জওয়াবে বলা হয়েছে, যা আবু লাহাব মহানবী ﷺ-এর প্রতি রাগ ও শত্রুতাবশে করেছিল।

تَبَّ শব্দের অর্থ হল ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। অর্থাৎ, সে ধ্বংস হয়েছে। (অতীত কালকে দুআর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।) অথবা এটা হল খবর। বদ্দুআর সাথে সাথেই মহান আল্লাহ তার ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ার খবর ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরেই সে এক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়; যে রোগে দেহে প্লেগের মতো গুটলি প্রকাশ পায়। আর সেই রোগই তাকে মৃত্যুর গ্রাস বানায়। তিন দিন পর্যন্ত তার লাশ এমনিই পড়ে থাকে। পরিশেষে তা খুবই দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে। অতঃপর ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এবং মান-সম্মানের ভয়ে তার ছেলেরা তাকে দূর থেকে পাথর ও মাটি ঢেলে দেহটাকে দাফন ক'রে দেয়। *(আইসারুত তাফাসীর, আহসানুল বায়ান)*

যখন নবী ﷺ-এর কোন ছেলে-সন্তান জীবিত থাকল না, তখন কিছু কাফের তাঁকে 'নির্বংশ' বলতে লাগল। এই কথার উপরে আল্লাহ তাআলা মহানবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} (٣)

"আমি অবশ্যই তোমাকে (হওযে) কাউষার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হল নির্বংশ।" *(সূরা কাউষার)*

নির্বংশ তুমি নও; বরং তোমার দুশমনরাই নির্বংশ হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর বংশকে তাঁর কন্যার পরম্পরা দ্বারা বাকী রেখেছেন।

এ ছাড়া তাঁর উম্মতও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানেরই পর্যায়ভুক্ত। যাদের আধিক্য নিয়ে তিনি কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবেন। এ ছাড়াও নবী ﷺ-এর নাম সারা বিশ্বে বড় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুদের নাম শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতাতেই লেখা পড়ে আছে। কারো অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং কারো মুখে প্রশংসার সাথে তাদের নাম উল্লেখ হয় না। (আহসানুল বায়ান)

আল্লাহ বা রসূলকে গালি দিলে মুসলিম 'মুর্তাদ' হয়ে যায়। আর মুর্তাদ্দের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢١٧) البقرة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)রূপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাক্বারাহ ঃ ২১৭)

যারা মু'মিনদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করে, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (٣٦) سورة المطففين

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অপরাধী তারা মু'মিনদেরকে নিয়ে উপহাস

করত এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত, 'এরাই তো পথভ্রষ্ট।' অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি! আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করবে কাফেরদেরকে নিয়ে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফেররা যা করত, তার ফল তারা পেল তো? *(মুত্বাফ্ফিফীন ঃ ২৯-৩৬)*

গালিদাতার কি পার্থিব শাস্তি নেই?

শরীয়তের ব্যাপারে ততটা জ্ঞান নেই, এমন কিছু শিক্ষিত মানুষ কুরআনের বাংলা অনুবাদ পড়ে বলে থাকেন, নবীজীকে গালি দিলে মরণের পর শাস্তি পাবে? দুনিয়াতে শাস্তির কথা আল্লাহ বলেননি। বরং তিনি নবীজীকে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমাপ্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা নিম্নের কিছু আয়াত পেশ ক'রে থাকেন ঃ-

"লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক'রে চল। (মুয্যাম্মিল ঃ ১০)

বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট; যারা আল্লাহর সাথে অপর উপাস্য প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। আমি তো অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার হৃদয় সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (হিজ্র ঃ ৯৫-৯৯)

আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন

তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয়, তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। (নিসা ঃ ১৪০)

তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য, যাতে ওরাও সাবধান হতে পারে। (আন্‌আম ঃ ৬৮-৬৯)

তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহবান করে, তাদেরকে তোমরা গালি দেবে না। কেননা, তারা বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। (আন্‌আম ঃ ১০৮)

এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল; এতে এরা বিস্ময়বোধ করল এবং অবিশ্বাসীরা বলল, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী! সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ল, 'তোমরা চল এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক। আমরা শেষ ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটি এক মনগড়া উক্তি। আমরা এত

লোক থাকতে কি তারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হল?’ ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার কুরআনে সন্দিহান, ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। ওদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভান্ডার আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতা? ওদের কি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর (উপর) সার্বভৌমত্ব আছে? থাকলে, ওরা মাধ্যমযোগে (আকাশে) আরোহণ করুক! (ওরা বড় বড়) বাহিনীর নিকটে পরাজিত একটি (ছোট) সেনাদল। এদের পূর্বেও রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, নূহ, আ’দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআউন সম্প্রদায়। সামূদ, লূত ও আইকাবাসী (শুআইব সম্প্রদায়), ওরাও ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। ওদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি বাস্তব হয়েছে। এরা তো অপেক্ষা করছে এক মহাগর্জনের, যাতে কোন বিরতি থাকবে না। এরা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে সত্বর দিয়ে দাও!’ এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার বলবান দাস দাউদের কথা; নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী। (স্বাদ ঃ ৪- ১৭)

ওদের নিকট ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই’ বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত। এবং বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?’ বরং সে (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করবে এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল ভোগ করবে--- (স্বাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৯)

যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল ক’রে জানি এবং এটাও জানি যে,

গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, ‘তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।’ দেখো, তারা তোমার কী উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।” *(বানী ইস্রাঈলঃ ৪৭-৪৮)*

উক্ত শিক্ষিতরা বাছাই ক’রে কেবল ধৈর্যের ও ক্ষমার আয়াতগুলি পেশ করেন। অথচ শাস্তি প্রদানের আয়াতগুলি মনের মতো নয় বলে দৃষ্টিচ্যুত করেন। আসলে মহানবী ﷺ-এর জীবনের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যার প্রধান হল দু’টি ঃ মক্কী জীবন ও মাদানী জীবন। আল্লাহর নবী ﷺ-কে মক্কী জীবনে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল। যেহেতু সেটা ছিল প্রতিষ্ঠার জীবন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর প্রতিশোধ ও শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সমস্যা যে জীবনের হবে, সমাধানও সেই জীবনের নিতে হবে। মক্কী জীবনে বসবাস ক’রে মাদানী জীবনের সমাধান নিতে গেলে ভুল হবে। এর বিপরীতেও তাই।

অতএব ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা না থাকলে মক্কী জীবনের মতো ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং ক্ষমা না করলেও কোন উপায় থাকবে না। যেমন অপরাধী আয়ত্তের বাইরে থাকলেও তাই বটে।

কিন্তু যে দেশে ইসলামী সংবিধান ও শাসন আছে, সে দেশে ঐ জঘন্য অপরাধের শাস্তি আছে। তাইতো অপরাধীরা ইসলামী সংবিধান ও শাসনকে ভয় করে এবং মুসলিম দেশেও ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালায়।

প্রত্যেক পার্টিই ক্ষমতায় না থাকলে প্রতিষ্ঠা লাভের সময় উদারতা দেখায়, নমনীয়তা স্বীকার করে ও ধৈর্যধারণ করে। অতঃপর ক্ষমতায় এলে নিজেদের বিধান প্রয়োগ করে এবং বিরোধীদেরকে শায়েস্তা করে। এটাই দুনিয়ার নীতি।

বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠা লাভের পর মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন,

“হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। (তাওবাহ ঃ ৭৩)

তারা আল্লাহর নামে শপথ ক’রে বলে যে, তারা (গালি) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা শুধু এই জন্য দোষারোপ করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর রসূল অভাবমুক্ত ক’রে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তারা তওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী (অভিভাবক) হবে, আর না কোন সাহায্যকারী। (তাওবাহ ঃ ৭৪)

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তোমাদের হাতে আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দেবেন, ওদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং বিশ্বাসীদের হৃদয় প্রশান্ত করবেন। *(তাওবাহ ঃ ১৪)*

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ মনে করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে। (তাওবাহ ঃ ২৯)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে,

তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।” (মায়িদাহ ঃ ৩৩)

এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও বাক্-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অপরাধীকে বাঁচিয়ে নেওয়া যায় না। মত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকার কথা স্বীকার ক'রে নিলেও সে মত ইসলাম বিরোধী অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হলে তার শাস্তি আছে।

পরন্তু এ কথা বিদিত যে, পৃথিবীর কোন আইন বা ধর্মে কোন ব্যক্তির পরিপূর্ণভাবে আম স্বাধীনতা নেই। একমাত্র পাগলই পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োগ ক'রে থাকে। তাতেও সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুশৃঙ্খলিত স্বাধীনতায় মুসলিম বিশ্বাসী। যারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে, তারা মিথ্যুক। যেহেতু মানার সময় তারাও পূর্ণ স্বাধীনতার বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তারা সেই বাক্-স্বাধীনতা নিজেদের ইচ্ছামতো প্রয়োগ করে। আবার বিরোধীদের ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতা প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। মসজিদ নির্মাণ, মাইকে আযান, পর্দা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারা তখন যেন বলে, 'স্বাধীনতার শত্রুদের কোন স্বাধীনতা নেই!'

মানুষের মনগড়া তন্ত্রে ইচ্ছামতো স্বাধীনতা আছে। আবার নেইও। তাই মানুষের সীমিত জ্ঞানের বিচারও সীমাবদ্ধ। তাতে ন্যায়ের চাইতে অন্যায়ই বেশি। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্তার বিচারে কোন অন্যায় নেই। তাঁর বিচার অপেক্ষা বেশি সুন্দর অন্য কোন বিচার নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাক্-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা

পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? (মায়িদাহ ঃ ৫০)

গালিদাতার দুনিয়ার শাস্তি

যারা আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনকে গালি দেবে, তাদের শাস্তি কেবল আল্লাহই দেবেন, এমন ধারণা সঠিক নয়। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে অলৌকিকভাবে তাদেরকে কোন দুর্বিপাক বা দুর্ঘটনায় ফেলে শাস্তি দেবেন অথবা পরকালে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ ক'রে শাস্তি দেবেন, তা নয়। বরং আল্লাহ ইসলামী শাসন দ্বারাও দুনিয়াতে তাদেরকে শায়েস্তা করবেন। তিনি মানুষকে ইসলাম রূপে একটি জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাতেই আছে সকল অপরাধের দন্ডবিধি। আর আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনকে গালি দেওয়া বিশাল অপরাধ। সে অপরাধের ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন থাকবে এবং তার কোন প্রতিরোধক বা প্রতিকারক আইন থাকবে না, এটা হতে পারে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মাদানী জীবনে শাস্তির নানা বিধান দিয়েছেন মহান আল্লাহ। যেমন তিনি বলেছেন,

{وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ} (١٢) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে খোঁটা দেয়, তাহলে অবিশ্বাসীদের নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরা এমন লোক যাদের কোনই চুক্তি (বা কসম) নেই। সম্ভবতঃ তারা নিরস্ত হতে পারে। (তাওবাহ ঃ ১২)

{إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ} (١٤)

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ। যারা অবিশ্বাস করে, আমি অচিরেই তাদের হৃদয়ে আতঙ্ক প্রক্ষেপ করব। সুতরাং তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং আঘাত কর তাদের সর্বাঙ্গে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করবে (তারা জেনে রাখুক,) নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। এটাই তোমাদের শাস্তি; সুতরাং তোমরা তার আস্বাদ গ্রহণ কর। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। (আন্ফাল ঃ ১২-১৪)

{وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٤) سورة الحشر

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে (অন্য) শাস্তি দিতেন; আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর। (হাশ্র ঃ ৩-৪)

মহানবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়েশার চরিত্রে অপবাদ দিয়ে মুনাফিকরা তাঁকে সীমাহীন কষ্ট দিতে লাগল। মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কপটতাজনিত কষ্ট হতে অব্যাহতি লাভের

উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সময় মিম্বরে উঠে এক ভাষণের মাধ্যমে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, 'এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করবে, যার কষ্টদান আমার পরিবারের ব্যাপারে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে? আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবার সম্বন্ধে ভালো ছাড়া মন্দ জানি না। আর ওরা যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ ক'রে অপবাদ দেয়, তার সম্বন্ধেও ভালো ছাড়া মন্দ জানি না। আমার সঙ্গ ছাড়া সে আমার পরিবারের কাছে (একাকী) আসত না।'

এ কথা শুনে আওস গোত্রের সর্দার সা'দ বিন মুআয আনসারী বললেন, 'আমি আপনাকে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করব হে আল্লাহর রসূল! সে যদি আওস গোত্রের হয়, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি খাযরাজ গোত্রের আমাদের কোন ভাই হয়, তাহলে আপনি যা আদেশ করবেন, তাই পালন করব।'

কিন্তু সা'দ বিন উবাদা (যিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন) গোত্রীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে খুব শক্তভাবে বিরোধিতা ক'রে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করবে না এবং তাকে হত্যা করতেও পারবে না।'

এ কথা শুনে সা'দ বিন মুআযের চাচাতো ভাই উসাইদ বিন হুযাইর উঠে দাঁড়িয়ে সা'দ বিন উবাদাকে বললেন, 'মিথ্যা বললে তুমি। আল্লাহর কসম! আমরা ওকে অবশ্যই হত্যা করব। তুমি মুনাফিক! মুনাফিকদের সপক্ষে বিতর্ক করছ।'

এইভাবে উভয় গোত্রের লোকেদের মাঝে বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রে গোত্রের লোকজনদের উত্তেজনা প্রশমিত করলেন এবং নিজেও নীরবতা অবলম্বন করলেন।

জনগণের নেতার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি নিজে পরিস্থিতির সামাল না দিলে ঘটনা কোথায় গিয়ে পৌঁছত তা অনুমান করা যায়।

পরিশেষে এমন অপবাদ রটনা করার শাস্তি-বিধান এল। অবতীর্ণ হল কুরআনের আয়াত,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) النور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (নূর ঃ ৪)

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনকে গালি দেবে, ইসলামী বিধানে তার শাস্তি হত্যা। ইসলামী সরকার এমন ব্যক্তিকে পাকড়াও ক'রে ইসলামী আদালতের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ ক'রে সে শাস্তি প্রয়োগ করবে। গালিদাতা মুসলিম বা অমুসলিম হোক, অপরাধের যথা শাস্তি তাকে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে।

এক অন্ধ সাহাবীর বাঁদী ইয়াহুদী ছিল। সে যুগে যুদ্ধবন্দিনী বাঁদী অথবা ক্রীতদাসীকে নিয়ে স্ত্রীর মতো সংসার করা হতো। তার গর্ভ থেকে ঐ সাহাবীর দু'টি সন্তানও ছিল। মহিলাটির স্বভাব ছিল এই যে, সে প্রায় সময় মহানবী ﷺ-কে গালি দিত। তাঁর কথা উল্লেখ করলেই অপমানজনক কথা বলত। সাহাবী তাকে বুঝাতেন, ধমক দিতেন, নিষেধ করতেন, তবুও সে মানত না, পরোয়া করত না।

এক রাত্রে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে সে তাঁর ব্যাপারে কটুক্তি করতে শুরু করল। সে রাত্রে সে এমন কথা বলল যে, সাহাবীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সুতরাং চুপচাপে একটি খঞ্জর নিয়ে তার পেটের উপর রেখে তার উপর চাপ দিয়ে তাকে হত্যা ক'রে ফেললেন!

এক মহিলা খুন হয়েছে, সে খবর গেল মহানবী ﷺ-এর কাছে। কিন্তু

খুনী কে, সে খবর গোপন থাকলে তিনি আল্লাহর দোহাই দিয়ে লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কাজ কে করেছে?'

অন্ধ সাহাবী সামনে অগ্রসর হয়ে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমিই করেছি। ও আমার সন্তানের মা ছিল। ওর গর্ভে মুক্তার মতো আমার দু'টি সন্তানও আছে। ও আপনার ব্যাপারে অপমানজনক অনেক কুকথা বলত এবং আপনাকে গালি দিতো। ওকে বহু ধমক দিয়েছি, তবুও বিরত হয়নি। বহু নিষেধ করেছি, তবুও শোনেনি। গত রাত্রে আপনার কথা উল্লেখ ক'রে গালাগালি করতে লাগল। তাই আমি খঞ্জর নিয়ে ওর পেটে চেপে ধরে ওকে মেরেই ফেলেছি!'

সাহাবীর এ বয়ান শুনে মহানবী ﷺ জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন,

« أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ».

"তোমরা সাক্ষী থাকো, ওর খুন বাতিল।" *(আবূ দাউদ ৪৩৬৩, নাসাঈ ৪০৭০, দারাকুত্বনী ১০২-১০৩, হাকেম ৮০৪৪, ত্বাবারানী ১১৯৮৪, বাইহাক্বী ১৬১৫৩নং)*

মদীনায় কা'ব বিন আশরাফ নামে প্রতিপত্তিশালী এক ইয়াহুদী কবি ছিল। সে মহানবী ﷺ ও মুসলিমদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতো; গালি দিতো, অপমানকর কথা বলতো, ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা ক'রে তাঁদের নিন্দা গাইত ইত্যাদি।

বদরের যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিককে হত্যা করা হলে সে মক্কায় গিয়ে তাদের নামে মর্সিয়া পড়ে। তাদের দ্বীনকে 'ইসলাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলে মন্তব্য করে। তার ব্যাপারেই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً (٥١) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا} (٥٢) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিব্‌ত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্যে) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ বিশ্বাসী (মুমিন)দের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। (নিসা ঃ ৫১-৫২)

অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে নবী ﷺ-এর নামে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করে এবং মুসলিম মহিলাদেরও রূপচর্চা ক'রে কবিতা লিখে প্রচার করতে থাকে। যার ফলে একদা মহানবী ﷺ বললেন,

(مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

"কা'ব বিন আশরাফের জন্য কে আছে? সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে।"

সুতরাং মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তাকে হত্যা করতে চান?' তিনি ইতিবাচক উত্তর দিলে তাঁর নিকট তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর তিনি, হারেষ, আবূ আব্‌স বিন জাব্‌র ও আব্বাদ বিন বিশ্‌র তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আরে! এ ব্যক্তি তো আমাদেরকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে, এ তো আমাদের কাছে সাদকা চায়! তাই আমরা তোমার কাছে এক বা দুই অসাক (১৫০ বা ৩০০ কেজি খেজুর) ধার চাই।'

সে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু কিছু বন্ধক রাখতে হবে।'

তাঁরা বললেন, 'কিন্তু বন্ধক কী রাখব?'

খবীস বলল, 'তোমাদের স্ত্রীদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো!'

তাঁরা বললেন, 'আরে তুমি তো আরবের একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দর।

আমাদের স্ত্রীরা তোমার কাছে বেমানান।’

সে বলল, ‘তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো।’

তাঁরা বললেন, ‘তাতে তো কেউ গালি দিলে বলবে, এক বা দুই অসাকের বিনিময়ে বন্ধকী ছেলে। আর সেটা হবে আমাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার। আমরা বরং তোমার কাছে আমাদের কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখব।’

খবীস ধোঁকা খেয়ে এ প্রস্তাবে সম্মত হল। অতঃপর তাঁরা রাত্রে অস্ত্র-সহ এসে তাকে হত্যা করলেন। *(বুখারী ৪০৩৭, মুসলিম ৪৭৬৫নং)*

খাইবারে আবূ রাফে’ নামক এক ইয়াহুদী ব্যবসায়ী ছিল। সেও একই শ্রেণীর কষ্টদানে তৎপর ছিল। আওস গোত্রের লোকেরা যখন কা’ব বিন আশরাফকে হত্যা করল, তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খাযরাজ গোত্রের লোকেরা আবূ রাফে’কে হত্যা করার অনুমতি ও দায়িত্ব নিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। *(বুখারী ৩০২২নং)*

একদা এক মুশরিক মহানবী ﷺ-কে গালি দিলে তিনি বললেন, “আমার পক্ষ থেকে আমার শত্রুর জন্য কে যথেষ্ট হবে?” তা শুনে যুবাইর বললেন, ‘আমি।’ অতঃপর তিনি তার সাথে লড়াই ক’রে তাকে হত্যা করলেন। *(হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/৪৫)*

মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন শুনলেন, ইবনুল আখত্বাল নামক এক ব্যক্তি কা’বার গিলাফ বা পর্দা ধরে জীবন রক্ষা করতে চাচ্ছে। কিন্তু তিনি সে অবস্থাতেও তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ১৮৪৬, মুসলিম ৩৩৭৪নং)* অথচ এ ছিল নিরাপদ নগরীর আল-মাসজিদুল হারাম’ এবং এ ছিল সেই দিন, যেদিন মহানবী ﷺ আম ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন,

« مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ

بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি অস্ত্র বর্জন করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি (প্রবেশ ক'রে) দরজা বন্ধ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি মসজিদ প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। *(মুসলিম ৪৭২৪, আবূ দাঊদ ৩০২৪নং)*

কিন্তু সে ছিল সেই লোক, যে মহানবী ﷺ-এর নামে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করত এবং তাঁকে গালি দিতো। তাই সে নিরাপদ নগরীতে পবিত্র মসজিদেও তাঁর আম ক্ষমায় শামিল হতে পারেনি।

আবূ বারযাহ বলেন, একদা আমি আবূ বাক্র ﷛-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হলেন এবং তার ব্যাপারে বড় কঠোর হলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দানটা উড়িয়ে দিই।'

আমার কথা তাঁর রাগ দূর ক'রে দিল। অতঃপর তিনি উঠে (ভিতরে) প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'একটু আগে তুমি আমাকে কী যেন বললে?'

আমি বললাম, 'বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দানটা উড়িয়ে দিই।'

তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি দিলে তুমি কি তা করতে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন,

(لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).

অর্থাৎ, না, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর কোন মানুষের জন্য তা সঙ্গত নয়। *(আবূ দাঊদ ৪৩৬৫, নাসাঈ ৪০৭৪নং)*

সিদ্দীক ﷺ-এর এ কথার অর্থ বয়ান করতে গিয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, আবূ বাক্‌রের জন্য তিনটি কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা সঙ্গত বা বৈধ নয়, যেগুলি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).

"তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমের খুন (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামাআত ত্যাগী।" *(বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬নং আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

এটা (অর্থাৎ, কাউকে গালি দিলে হত্যা করা) কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে সঙ্গত। তাঁকে কেউ গালি দিলে হত্যা করা যাবে। আবূ বাক্‌রকে গালি দিলে নয়।

সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ যার জন্য নির্দেশ দেবেন, তাকে হত্যা করা যাবে এবং তাঁকে কেউ গালি দিলে তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন।

একদা জিইর্রানাতে মহানবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!' মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন,

(وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ).

"দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে? ইনসাফ না করলে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।" উমার ﷺ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ওর কিছু সহচর আছে, যারা কুরআন পড়ে।

কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। তারা ইসলাম থেকে ঐভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ২৪৯৬নং)*

উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ-এর তীব্র সমালোচনা করা হলে উমার رضي الله عنه সমালোচককে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তিনি তাঁকে অনুমতি দেননি, যাতে লোকে না বলে যে, মুহাম্মাদ নিজ সহচরদেরকে হত্যা করছে। সুতরাং তিনি এ ক্ষেত্রে ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه বলেন, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' বিন হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং উয়াইনা বিন হিস্নকেও তারই মতো দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন,

(فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ).

"যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট

দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।”

অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, ‘আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না।’ *(বুখারী ৩১৫০, মুসলিম ২৪৯৪নং)*

নবীকে গালি দেওয়ার কথা শুনে জিহাদের ময়দানে নবীর হয়ে বদলা নিতে তরুণ মুসলিমরা তৎপর হয়েছেন।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ বলেন, বদর যুদ্ধের সারিতে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় দুই আনসারী তরুণকে আমার ডানে-বামে লক্ষ্য করলাম। ওদের একজন ইঙ্গিতে আমাকে বলল, ‘চাচা! আপনি কি আবূ জাহ্লকে চেনেন?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ। কিন্তু তার সাথে তোমার কী দরকার?’

সে বলল, ‘আমি শুনেছি যে, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে গালি দেয়! সেই সত্তার কসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তাহলে তার পিছন ছাড়ব না; যতক্ষণ না আমাদের দু’জনের মধ্যে একজন সত্বর মরণ বরণ করবে।’

এ কথা শুনে আমি অবাক হলাম। একটু পরে দ্বিতীয়জন একই পদ্ধতিতে ঐ একই কথা বলল। অকস্মাৎ আবূ জাহলকে লোকেদের মাঝে চলতে দেখলাম। আমি বললাম, ‘তোমরা দেখছ? ঐ হচ্ছে সেই লোক, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে।’

শোনামাত্র উভয়ে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা ক’রে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ‘আবূ জাহলকে হত্যা করা হয়েছে।’

নবী ﷺ বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?’

উভয়েই বলল, ‘আমি হত্যা করেছি।’

তিনি বললেন, ‘তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ?’

তারা বলল, 'জী না।'

আল্লাহর নবী ﷺ তা দেখে বললেন,

« كِلاَكُمَا قَتَلَهُ ».

'তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।' *(বুখারী ৩১৪১, মুসলিম ৪৬৬৮-নং)*

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতকগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করে। আগমনকারীদের মধ্যে উমার ﷺ-এর একজন শ্রমিক ছিল, যার নাম ছিল জাহজাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরো একজন ছিল, যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এই দু'জনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, 'হে আনসার দল! (আমাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস।)' অপর পক্ষে জাহজাহ আহবান করতে থাকে, 'হে মুহাজির দল! (আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।)'

রসূল ﷺ তা দেখে বললেন,

« مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ».

"জাহেলী যুগের ডাক! কী ব্যাপার? তোমরা তা পরিহার কর, কারণ তা হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।"

আব্দুল্লাহ বিন উবাই উক্ত ঘটনা অবগত হয়ে ক্রোধে একদম ফেটে পড়ল এবং বলল, 'এর মধ্যেই এই রকম কার্যকলাপ শুরু করেছে? আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা আমাদের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে এবং আমাদের সমকক্ষ হতে চাচ্ছে?

আল্লাহর কসম! আমাদের এবং তাদের উপর সেই উদাহরণ প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে, যা পূর্বযুগের লোকেরা বলেছে, "নিজের কুকুরকে লালন-পালন ক'রে হৃষ্টপুষ্ট কর, যেন সে তোমাকে ফেড়ে খেতে পারে।" (অর্থাৎ, আমরা যেন দুধ দিয়ে কালসাপ পুষছি!) শোন, আল্লাহর কসম! যদি আমরা ফিরে যেতে পারি, তাহলে দেখবে যে, আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণই হীন ব্যক্তিদেরকে মদীনা থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করবে।'

অতঃপর উপস্থিত লোকজনদেরকে লক্ষ্য ক'রে সে বলল, 'এই বিপদ তোমরা নিজেরাই ক্রয় করেছ। তোমরা তাদেরকে নিজ শহরে স্থান দিয়েছ এবং আপন আপন সম্পদ বন্টন করে দিয়েছ। দেখ! তোমাদের হাতে যা কিছু আছে তা দেওয়া যদি বন্ধ করে দাও, তাহলে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।'

ঐ সময় উক্ত বৈঠকে যায়েদ বিন আরক্বাম নামক এক যুবক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে তাঁর চাচাকে ঐ সমস্ত কথা বলে দিলেন। তাঁর চাচা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবকিছু অবহিত করলেন। সে সময় সেখানে উমার ؓ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আব্বাদ বিন বিশ্রকে নির্দেশ দিন, সে ওকে হত্যা করুক।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমার ؓ বলেছিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' *(বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ৬৭৪৮-নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "উমার! এ কাজ কী করে সম্ভব? লোকে বলবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করছে। না, তা হতে পারে না। তবে তোমরা কুচ করার কথা ঘোষণা ক'রে দাও।"

সময় ও অবস্থাটা তখন এমন ছিল, যে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুচ

করতেন না। সুতরাং লোকজনেরা কুচ করতে শুরু করল। এমন সময়ে উসাইদ বিন হুযাইর ﷺ নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে সালাম জানানোর পর আরজ করলেন, 'আজ এমন অসময়ে যাত্রা আরম্ভ করা হল (কী ব্যাপার)?'

নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের সাথী (অর্থাৎ, ইবনে উবাই) যা বলেছে, তার সংবাদ কি তুমি পাওনি?" জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী বলেছে?' নবী ﷺ বললেন, "তার ধারণা হচ্ছে এই যে, সে যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে সম্মানিত ব্যক্তি হীন ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।"

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি চান, তাহলে আমরা তাকেই মদীনা থেকে বের ক'রে দেব। আল্লাহর কসম! সেই হীন এবং আপনিই সম্মানিত।'

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তার সঙ্গে সহনশীলতা ব্যবহার করুন। কারণ, আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আপনাকে আমাদের মাঝে এমন এক সময়ে নিয়ে আসেন, যখন তার গোত্রীয় লোকেরা তাকে মুকুট পরানোর জন্য মণিমুক্তার মুকুট তৈরী করছিল। এ কারণে এখন সে মনে করছে যে, আপনি তার নিকট থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন।'

অতঃপর তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ দিবস এবং সকাল পর্যন্ত পূর্ণ রাত্রি পথ চলতে থাকেন। এমনকি পরবর্তী দিনের পূর্বাহ্নে ঐ সময় পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন, যখন রৌদ্রের প্রখরতা বেশ কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছিল। এরপর এক জায়গায় অবতরণপূর্বক শিবির স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গীগণ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভূমিতে দেহ রাখতে না রাখতেই সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন।

এই একটানা দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকজনেরা যেন আরামে বসে গল্প-গুজব করার সুযোগ না পায়।

এদিকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরক্বাম তার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে দিয়েছে, তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হল এবং বলল যে, 'আল্লাহর শপথ! যায়েদ আপনাকে যে সকল কথা বলেছে, আমি তা কখনই বলিনি এবং এমন কি মুখেও আনিনি।'

ঐ সময় আনসার গোত্রের যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এখন ও নাবালক ছেলেই আছে এবং হয়তো ওর শুনতে ভুল হয়েছে। সে ব্যক্তি যা বলেছিল, তা হয়তো ও ঠিক-ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেনি।'

এ কারণে নবী ﷺ ইবনে উবাইয়ের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যায়েদ رضي الله عنه বলেন, এরপর এই ব্যাপারে আমি এতই দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ইতিপূর্বে আর কখনই কোন ব্যাপারে আমি এতটা দুঃখিত হইনি। সেই চিন্তাজনিত দুঃখে আমি বাড়িতেই বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিক্বূন অবতীর্ণ করলেন, যার মধ্যে উভয় প্রসঙ্গেই উল্লেখ রয়েছে ঃ-

"যখন মুনাফিক (কপট)রা তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিরত রাখে। তারা যা করছে তা কত মন্দ! এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে,

সুতরাং তারা বুঝবে না। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তা শ্রবণ কর; তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটি, তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তারাই বলে, আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা বুঝে না।) তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। *(মুনাফিকূনঃ ১-৮ আয়াত)*

যায়েদ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং এই আয়াতগুলি পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন।" *(বুখারী, ইবনে হিশাম ২/২৯০-২৯২ পৃঃ)*

উল্লিখিত মুনাফিকের সন্তানের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সন্তান ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত সৎ স্বভাবের মানুষ এবং উত্তম সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে উন্মুক্ত

তরবারি হস্তে মদীনার দরজায় দন্ডায়মান হলেন। যখন তার পিতা সেখানে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি এখান থেকে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না; যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দেবেন। কারণ, তিনিই পবিত্র ও সম্মানিত এবং তুমিই হীন ও নিকৃষ্ট।'

এরপর নবী করীম ﷺ যখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে মদীনা প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তখন পুত্র পিতার পথ ছেড়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঐ ছেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই বলে আরজ করলেন, 'আপনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন। আল্লাহর কসম! আমি তার মস্তক কেটে এনে আপনার খিদমতে হাযির করে দেব। *(আর-রাহীক্বুল মাখতূম ২/ ১৩৮- ১৪১)*

কিন্তু নিতান্ত দূরদর্শী ও প্রজ্ঞার অধিকারী নবী তাঁকেও সে কাজে অনুমতি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন।

যেহেতু বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম এবং তাদেরকে হত্যা করলে অমুসলিমরা ভাববে যে, মুহাম্মাদ নিজ শিষ্যদেরকে হত্যা করছে, তাই তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ ছিল।

আবূ বাকর সিদ্দীক রাঃ-এর খিলাফতকালে ইয়ামানের দুই মহিলা মহানবী ﷺ-এর নিন্দা ক'রে গান গেয়েছিল। সেখানকার গভর্নর মুহাজির বিন আবী রাবীআহ শাস্তি স্বরূপ তাদের হাত কেটে নিয়েছিলেন এবং দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সে খবর পেয়ে সিদ্দীক রাঃ তাঁকে লিখে পাঠান,

((لولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر)).

'যদি ওর ব্যাপারে তুমি আমার আগাম ব্যবস্থা না নিতে, তাহলে আমি তোমাকে আদেশ দিতাম যে, তুমি ওকে হত্যা করে দাও। কারণ আম্বিয়াগণের ব্যাপারে কৃত অপরাধের দন্ডবিধি অন্যান্য দন্ডবিধির সদৃশ নয়। সুতরাং কোন মুসলিম সে অপরাধ করলে সে মুর্তাদ হয়ে যায় এবং কোন (অমুসলিম) চুক্তিবদ্ধ মানুষ সে অপরাধ করলে চুক্তি ভঙ্গকারী যুদ্ধকামীতে পরিণত হয়। *(আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ৪/৬১)*

একদা দ্বিতীয় খলীফা উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হল, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে গালি দিতো। তিনি তাকে হত্যা করলেন এবং বললেন,

(من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেবে অথবা কোন এক নবীকে গালি দেবে, তাকে হত্যা কর। *(আসফাহানী, কানযুল উম্মাল ৩৫৪৬৫নং)*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)কে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় এমন অমুসলিমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মহানবী ﷺ-কে গালি দেয়, তার শাস্তি কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'অপরাধ প্রমাণিত হলে নবী ﷺ-কে গালিদাতা ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, তাতে সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম।' *(খাল্লাল, আস্‌-স্বারিম ১/১০)*

অলৌকিক শাস্তি

মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা বা তাঁর নবীর গালিদাতাকে অলৌকিকভাবেও শায়েস্তা ক'রে থাকেন এবং সেই শাস্তি মানুষকে প্রদর্শন ক'রে সতর্ক ক'রে থাকেন।

একজন খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ ক'রে মহানবী ﷺ-এর কাছে অহী লিখত। হঠাৎ সে মুর্তাদ হয়ে পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে গেল। অতঃপর

খ্রিস্টান সমাজে প্রচার করতে লাগল যে, 'মুহাম্মাদ কিছুই জানে না। আমি যা লিখে দিতাম, তাই সে বলত!'

এত বড় মিথ্যা কথা বলা এবং আল্লাহর নবীকে ছোট করার শাস্তি স্বরূপ মহান আল্লাহ তার অস্বাভাবিক মৃত্যু দিলেন। তার স্বজাতি তাকে দাফন ক'রে এলে সকালে দেখে সে মাটির উপর পড়ে আছে। তারা ভাবল, এ হল মুহাম্মাদ ও তার সহচরদের কাজ। তারা পুনরায় তাকে দাফন করল। কিন্তু আবারো সকালে দেখল, সে মাটির উপর পড়ে আছে। অতঃপর তারা খুব বেশি গভীর গর্ত ক'রে দাফন করল। তারপরেও দেখল, সে মাটির উপর পড়ে আছে। অবশেষে তাকে ঐভাবেই বর্জন করল। *(বুখারী ৩৬১৭, মুসলিম ৭২১৭নং)*

বলা বাহুল্য এমন দুষ্কৃতীর লাশকে মাটি নিজের বুকে জায়গা দিল না। হয়তো বা শিয়াল-কুকুরের গ্রাসে পরিণত হল!

উক্ত পাপিষ্ঠের পাপ শুধু দ্বীনত্যাগের ছিল না। তার অতিরিক্ত পাপ ছিল মহানবী ﷺ-এর প্রতি অপমান ও অপবাদ, যিনি জাহেলী যুগের অমুসলিমদের নিকটেও 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) ও 'সত্যবাদী' বলে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই মহান আল্লাহ পরকালের পূর্বে ইহকালেই অলৌকিকভাবে তার প্রতিশোধ নিলেন।

ইসলামী ইতিহাসে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুসলিমরা জিহাদে যখন কোন শত্রুসেনাকে কোন দুর্গের মধ্যে অবরোধ করতেন এবং দুর্গজয়ের আশা করতেন, তখন তাদের কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালি দিতে শুনলে তার মধ্যে তাঁরা বিজয়ের সুসংবাদ পেতেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, মহানবী ﷺ-কে গালিদাতা জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

আবূ লাহাবের ছেলে উতবাহ মহানবী ﷺ-কে বিদ্রূপ করত, তাঁকে কষ্ট দিতো এবং কুরআন নিয়ে ব্যঙ্গ করত। একদা তিনি তার উপর

বদ্দুআ করলেন,

« اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ ».

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার কুকুরসমূহের একটি কুকুরকে ওর ওপর ক্ষমতা দাও।

অতঃপর এক সময় সে তার বাপ আবূ লাহাবের সাথে বাণিজ্য-সফরে শাম দেশ গেল। পথি মধ্যে রাত্রে বিশ্রাম নিতে অবতরণ করলে এক পাদরি তাদেরকে বলল, 'এ জায়গায় অনেক বাঘ আছে।'

আবূ লাহাব মহানবী ﷺ-এর বদ্দুআ স্মরণ করল। সুতরাং তা ফলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় গির্জার ভিতরে মাল-সামানের মাঝে বেটাকে শুতে দিল এবং তাকে ঘিরে চারিপাশে সকলে শয়ন করল। কিন্তু বাঘ এসে সকলের চেহারা শুঁকে অবশেষে টপকে মাঝে গিয়ে উতবার মাথা চিবিয়ে ফেলল! *(দালাইলুন নুবুওয়াহ আসফাহানী ৩০৬নং, আর-রাহীকুল মাখতূম ৭৮-পৃঃ)*

মহানবী ﷺ-এর সাথে কিসরা ও কাইসারের আচরণের ঘটনা প্রসিদ্ধ। উভয়কেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করার লক্ষ্যে পত্র লিখে পাঠান। কিন্তু উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। তবে কাইসার নবী ﷺ-এর পত্রের সম্মান দেয় এবং দূতকেও যথামর্যাদা প্রদান করে। সুতরাং মহান আল্লাহ তার রাজত্ব স্থায়ী করেন। পক্ষান্তরে কিসরা মহানবী ﷺ-এর পত্র ছিন্ন ক'রে ফেলে এবং তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে। যার ফলে মহান আল্লাহ কিছু দিনের মধ্যে তাকে ধ্বংস করেন এবং তার রাজত্বকেও ছিন্নভিন্ন ক'রে দেন। পরবর্তীতে কোন কিসরা অবশিষ্ট থাকল না। *(আস্-স্বারিমুল মাসলূল ১৪৪পৃঃ)*

ত্বাহা হুসাইন মিসরের দৃষ্টিহীন একজন কবি-সাহিত্যিক ছিল। ইসলাম-বিরোধী কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করত সে। একদা মিসরের এক

ক্ষমতাসীন দলের নেতা তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে একজন সরকারপন্থী খতীব ঐ নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন,

(جَاءَهُ الأَعْمَى، فَمَا عَبَسَ وَمَا تَوَلَّى)

অর্থাৎ, তার নিকট অন্ধ লোকটি (ত্বাহা হুসাইন) আগমন করল। কিন্তু তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন না এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন না।

খতীবের উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মাদের কাছে অন্ধ এলে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى} (٢) سورة عبس

"সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল।" *(আবাসাঃ ২)*

কিন্তু ঐ নেতা তা করেননি। তিনি তাঁর থেকেও উত্তম! আল্লামা আহমাদ শাকেরের আব্বা সেই জামাআতে উপস্থিত ছিলেন। নামাযের পর দাঁড়িয়ে তিনি নির্ভয়ে বলে উঠলেন, 'হে মুসল্লীগণ! আপনাদের নামায বাতিল। নামায শুদ্ধ হয়নি। কারণ খতীব রসূল ﷺ-কে গালি দিয়ে কাফের হয়ে গেছেন। আপনারা নামায ফিরিয়ে পড়ুন।'

অতঃপর মসজিদে অবশ্যই গোলমাল বেধেছিল। কিন্তু সেই তোষামুদে খতীব কি তা স্বীকার করেছিলেন? অবশ্যই না। যেহেতু তিনি ছিলেন সরকারপন্থী (হয়তো বা সরকারী মসজিদের) একজন দাম্ভিক খতীব।

আল্লামা আহমাদ শাকের বলেন, 'কিন্তু আল্লাহ আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই ঐ পাপিষ্ঠের পাপের শাস্তি না দিয়ে ছাড়েননি। আল্লাহর কসম ক'রে বলছি, ঐ ঘটনার কয়েক বছর পর আমি আমার মাথার দু'টি চোখ দিয়ে দেখেছি, পূর্বে যেখানে সে নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে অহংকারী, দাম্ভিক ও গর্বিত ছিল, বর্তমানে সেখানে হীনতাগ্রস্ত ও

অপদস্থ হয়ে কায়রোর এক মসজিদের দরজায় বসে খাদেমের কাজ করছে এবং নিকৃষ্ট অবস্থায় নামাযীদের জুতো নিয়ে আমানত রাখছে! এমনকি আমি তাকে দেখে নিজেই লজ্জিত হয়ে আড়ালে দাঁড়িয়েছি, যাতে সে আমাকে না দেখে। যেহেতু আমি তাকে চিনি, আর সেও আমাকে চেনে। তার প্রতি কোন দয়া হয় না। যেহেতু সে দয়ার পাত্র ছিল না। আর দুশমন-হাসিও ঠিক নয়। যেহেতু তাতে মানুষের অহংকার আসে। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা।' *(কালিমাতুল হাক্ক ১৭৬-১৭৭পৃঃ)*

এক আরবী পশ্চিমের কোন এক ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে থেসিসের বিষয় নিয়েছিল মুহাম্মাদ ﷺ। সে তাতে সব কিছু তাঁর প্রশংসামূলক লিখলে মুসলিম-বিদ্বেষী ডিরেক্টর তাতে সন্তুষ্ট হলো না। অবশেষে তাঁর সমালোচনামূলক কিছু লিখলে তবেই তাকে পাশ করিয়ে ডিগ্রি দেওয়া হল। কিন্তু এমন দুর্বল ঈমানের ডক্টর যখন ডক্টরেট ক'রে বাড়ি ফিরে এলেন, তখন কিছু দিনের মধ্যে একটি পথ-দুর্ঘটনায় তার পরিবার ও সন্তান একই সাথে ধ্বংস হয়ে গেল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'! মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

{إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} (٩٥) سورة الحجر

অর্থাৎ, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। (হিজ্‌র ঃ ৯৫)

শুধু এইভাবেই নয়, মহান আল্লাহ নবীর গালিদাতাকে বিভিন্নভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি দিতে পারেন। তাঁর জন্য তা অতি সহজ।

গালিদাতার তওবা

গালিদাতা ধরা পড়ার পর যদি তওবা করে, তাহলে কি তার শাস্তি

মকুব হবে?

এর উত্তর জানার আগে তওবার শর্তাবলী জানা জরুরী।

তওবার শর্ত হল ছয়টি ঃ-

১। খাঁটি ও বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তওবা করতে হবে।

২। তওবা করার আগে পাপ বর্জন করতে হবে।

৩। পাপ করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

৪। পুনর্বার ঐ পাপ না করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে হবে।

৫। অপরাধ বান্দার হক-সংক্রান্ত হলে, তাকে হক ফেরৎ দিতে হবে, নচেৎ তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

৬। যথাসময়ে তওবা করতে হবে।

মহান আল্লাহ নিজের হক-সংক্রান্ত অপরাধের পাপ ক্ষমা করেন। মুর্তাদ ও মুশরিকের পাপ ক্ষমা করেন। কিন্তু বান্দার হক-সংক্রান্ত পাপ হলে তা ক্ষমা করেন না।

মহানবী ﷺ-কে গালি দেওয়াতে রয়েছে দু'টি হক ঃ আল্লাহর হক ও বান্দার হক।

নবীজীকে গালি দিলে মহান আল্লাহর রিসালাত, কিতাব ও দ্বীনকে নিন্দা করা হয়। আর সেটা আল্লাহর হক। তওবা করলে মহান আল্লাহ সেটা ক্ষমা করতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয়টি হল বান্দা বা নবী ﷺ-এর হক। তাঁর মর্যাদা ও সম্মানে আঘাতের অপরাধ। সে অপরাধ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না মহানবী ﷺ ক্ষমা করেছেন। আর বর্তমানে তাঁর ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না। কারণ বর্তমানে তিনি ইহজগতে বর্তমান নেই। তাই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও যাবে না। সুতরাং ৫নং শর্তানুযায়ী

গালিদাতার পূর্ণরূপ তওবা সম্ভব নয় এবং তার দুনিয়ার শাস্তিও মকুব নয়।

যেমন কেউ মানুষ খুন করলে এবং ধরা পড়লে যদি সে তওবা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেও তার দুনিয়ার শাস্তি মকুব হবে না এবং বান্দার হক আদায় হবে না তথা তার নিকট থেকে ক্ষমা পাওয়াও যাবে না। কারণ সে তখন মৃত।

বলা বাহুল্য, নবীকে গালিদাতা তওবা করলেও আল্লাহর হক মাফ হতে পারে, কিন্তু নবীর হক মাফ হবে না, বিধায় দুনিয়াতে তার শাস্তিও মকুব হবে না।

যদি কেউ বলে, সরকার তো তাকে ক্ষমা করতে পারে। যেমন মহানবী ﷺ নিজ জীবদ্দশায় বহু মানুষকে ক্ষমা করেছেন।

আমরা বলি, মহানবী ﷺ-কে গালি দিলে বা ব্যঙ্গ করা হলে তিনি বৃহত্তর কল্যাণ লাভের আশায় অনেককে হত্যা না ক'রে ক্ষমা করেছেন। বিশেষ ক'রে মুনাফিকদেরকে হত্যা করেননি। যাতে লোকে না বলে, 'মুহাম্মাদ নিজ সহচরদেরকে হত্যা করছে।' আবার কখনো তিনি বৃহত্তর কল্যাণ লাভের আশায় হত্যাও করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু আমাদের মাঝে নেই, সেহেতু তাঁর অনুমতি না পেয়ে সরকার কীভাবে তাঁর শত্রুকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে পারে? সুতরাং যেহেতু গালিদাতা নবীকে গালি দিয়ে আল্লাহ, রসূল ও মু'মিনদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেহেতু তার অপরাধের শাস্তি মকুব হতে পারে না। *(আস-স্বারিম ২/৪৩৮)*

মোটকথা এই যে, মহানবী ﷺ-কে গালি দেওয়া বা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার অপরাধ অনেক বড়। তাতে মুসলিম কাফের ও মুর্তাদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সকল মুসলিমরা একমত। চাহে সে অপরাধ সত্যিসত্যি করুক অথবা উপহাসছলে করুক, চাহে সে মুসলিম হোক বা

অমুসলিম, তওবা করুক চাহে না করুক, তাকে হত্যা করা হবে। অবশ্য বিশুদ্ধ তওবা করলে তার সে তওবা কিয়ামতে কাজে দেবে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু দুনিয়াতে কোন কাজে দেবে না, সরকার তাকে ক্ষমা করবে না।

গালিদাতার হালাল জানা শর্ত কি?

গালিদাতা যখন আল্লাহ, তাঁর রসূল বা দ্বীনকে গালি দেবে, তখন এটা কি শর্ত যে, তা হালাল জেনে গালি দেবে?

কেউ যদি বলে, আমি যখন আল্লাহ, রসূল বা দ্বীন সম্বন্ধে এমন কথা বলি, যাতে ব্যঙ্গ বা গালি বুঝা যায়, তাতে আমার উদ্দেশ্য তা থাকে না, আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনকে গালি দেওয়া নয়, আমার নিয়ত কুফরী নয় অথবা আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনকে গালি দেওয়া হারাম, আমি তা হালাল মনে করি না, তাহলেও কি আমাকে শাস্তি পেতে হবে?

বান্দা যখনই কোন হারাম কথা বলে এবং সে জানে যে, তা হারাম, তখনই তাকে পাপের ভার বহন করতে হয়, যদিও সে তা হালাল বা বৈধ মনে না করে। যেহেতু এমন কথা উচ্চারণ করাটাই কুফরী।

মহানবী ﷺ বলেন,

« إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِى بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ».

"মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ'টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" *(মুসলিম ৭৬৭৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(إنّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ لا يَرَى بها باساً يَهْوِي بها سَبْعِينَ خَرِيفاً فِي النَّارِ).

"মানুষ এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যাতে সে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করে না, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ'টে সত্তর বছরের দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" *(তিরমিযী ২৩১৪, ইবনে মাজাহ ৩৯৭০নং)*

লক্ষণীয় যে, সে সে কথা চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে এবং তাতে কোন ক্ষতি নেই মনে করে বলে, তবুও তাকে জাহান্নামে যেতে হয়। সুতরাং হারাম জানা সত্ত্বেও তা বললে কি জাহান্নামে যেতে হবে না? আর আখেরাতে জাহান্নামে যেতে হলে কি দুনিয়াতে শাস্তি ভুগতে হবে না?

তবে হ্যাঁ, যাকে গালি দিতে বাধ্য করা হবে, তার কথা আলাদা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

অর্থাৎ, কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত ঈমানে অবিচল। *(নাহ্‌ল ঃ ১০৬)*

সুতরাং যে ব্যক্তি কুফরী কথা পড়বে অথবা নকল করবে অথবা বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেবে অথবা কারো চাপে পড়ে বলতে বাধ্য হবে, সে কাফের হবে না।

কিন্তু যদি কেউ বলে, 'মুহাম্মাদ কাফের এবং যে ব্যক্তিই তার অনুসরণ করবে, সে কাফের।' এরপর সে চুপ থাকে। অথচ

তার উদ্দেশ্য হল তাগূতের প্রতি কাফের---যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا} (٢٥٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে তাগূত (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহ)এর সাথে কুফরী করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)*

তবুও সে কাফের গণ্য হবে এবং এতে কোন মতভেদ নেই।

তদনুরূপ যদি বলে, 'ইবলীস, ফিরআউন ও আবূ জাহ্ল মু'মিন।' এরপর সে চুপ থাকে। অথচ তার উদ্দেশ্য হল তাগূতের প্রতি মু'মিন---যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} (٥١) سورة النساء

অর্থাৎ, তারা জিব্ত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্যে) ঈমান রাখে। *(নিসা ঃ ৫১)*

তবুও সে কাফের গণ্য হবে। *(আল-ফিস্বাল, ইবনে হায্ম ৩/৩৫৩)*

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেবে, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। চাহে সে উপহাস ছলে বলুক অথবা সত্যিকারে বলুক। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, তাঁর আয়াত, তাঁর রসূল অথবা তাঁর কিতাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে (সেও কাফের)। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (٦٥) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٦٦) التوبة

অর্থাৎ, আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, 'আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম।' তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা এখন (বাজে) ওজর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ। *(তাওবাহ ঃ ৬৫-৬৬, আল-মুগনী ১০/১০৩)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

إن سبَّ الله أو سبَّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُّنة القائلين أنَّ الإيمان قول وعمل.

অর্থাৎ, যদি (কেউ) আল্লাহকে গালি দেয় অথবা তাঁর রসূলকে গালি দেয়, সে প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয়ভাবে কাফের হয়ে যাবে। চাহে সে তা হারাম মনে ক'রে দিক অথবা হালাল মনে ক'রে দিক অথবা নিজ বিশ্বাসের অবচেতনাবস্থায় দিক। এটাই হল ফকীহগণের মযহাব এবং সেই সকল আহলে সুন্নাহর মযহাব, যাঁদের মতে ঈমান হল কথা ও কাজ।'

'জানা জরুরী যে, (নবীকে) গালিদাতা গালি দেওয়া হালাল মনে করে গালি দিলে তবেই কাফের হবে---এ কথা আপত্তিকর পদস্খলন এবং বিশাল ভুল।' *(আস-স্বারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল ৪৫১পৃঃ)*

'ফুকাহাদের ব্যাপারে যে কথা উল্লেখ করা হয় যে, হালাল মনে করে গালি দিলে তবেই কাফের হবে, নচেৎ না---এর কোন ভিত্তি নেই।' *(ঐ ৪৫৪পৃঃ)*

আল্লামা ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন,

(هذا العمل وهو الاستهزاء بالله، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كتابه، أو دينه، ولو كان على سبيل المزاح، ولو كان على سبيل إضحاك القوم، كُفْرٌ ونِفَاقٌ).

'.......এই কর্ম অর্থাৎ, আল্লাহ অথবা তাঁর রসূল ﷺ-কে অথবা তাঁর কিতাব বা দ্বীনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা কুফরী ও মুনাফিকী কর্ম। যদিও তা উপহাসছলে হয়, যদিও তা লোকেদেরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে (কৌতুক করতে গিয়ে) হয়।' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২/ ১৫৬)*

ব্যক্তি-বিশেষের করণীয় কী?

কোন ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তির মুখে শুনবে, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল বা দ্বীনকে গালি দিচ্ছে, তখন তার উচিত পর্যায়ক্রমে তার প্রতিবাদ করা। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(মুসলিম)*

ইসলামী শাসন থাকলে শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেবে না।

ইসলামী শাসন না থাকলে যথাসম্ভব তাকে উপদেশ দিতে থাকবে। প্রিয় হাবীবকে গালি দিলে রাগে অন্তর ফেটে পড়বে ঠিকই, তবুও ধৈর্যধারণ করবে এবং আবেগবশে এমন কিছু ক'রে বসবে না, যা তার জন্য বৈধ নয়।

যেহেতু দন্ডবিধি প্রয়োগ করা কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য বৈধ নয়।

মক্কী জীবনে বসবাস করলে মক্কী জীবনের মতো ধৈর্যধারণ ক'রে বসবাস করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَـثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} آل عمران

অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ। *(আলে ইমরান ঃ ১৮৬)*

{وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّـهُ بِـأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (١٠٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, হিংসামূলক মনোভাববশতঃ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, বিশ্বাসের পর (মুসলিম হওয়ার পর) আবার তোমাদেরকে যদি অবিশ্বাসী (কাফের)রূপে ফিরিয়ে দিতে পারত। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(বাক্বারাহ ঃ ১০৯)*

এই উপদেশ শুনে অনেক আবেগী যুবক আমাকে নাস্তিকদের দালাল বলেছে। তারা যা বলেছে, তা মনের আবেগবশে বলেছে। কিন্তু যে আবেগের শরয়ী লাগাম নেই, সে আবেগ নিয়ে বেগ পেতে হয় পথে-পথে, পদে-পদে। তারাই যেন ইসলামী শাসনের ঠিকেদারি পেয়ে বসে আছে।

অথচ তারা যদি আবেগ থেকে সরে এসে সুস্থ বিবেক নিয়ে ভেবে

দেখে, তাহলে এ কথা সহজে বুঝতে পারবে যে, মানুষ খুন করাই উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, মানুষকে হিদায়াত করা। আর তাও আবার আল্লাহর হাতে আছে।

মহানবী ﷺ হাতের কাছে পেয়েও হত্যা করেননি। তিনি বৃহত্তর ইসলামী স্বার্থে অনেক সময় ক্ষমা করেছেন। আর যখন ক্ষমা করেননি, তখন তিনি রাষ্ট্রনেতা হয়ে শাস্তি প্রদান করেছেন। আর এ আবেগময় যুবক তো ইসলামী রাষ্ট্রনেতার নিকট থেকে ভারপ্রাপ্তও নয়। সুতরাং যাতে লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি আছে, তা আবেগবশে না করাই জ্ঞানীর কাজ।

আমরা বলি, মানুষ তৈরি করুন। তওহীদবাদী মানুষ প্রস্তুত করুন। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জাতি ও দেশ গড়ুন এবং সেই মানুষদের দাবীতেই ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলুন। তারপর ইসলামী দন্ডবিধি প্রয়োগ করুন।

দেশ থেকে শির্কী প্রতীক ও পরিবেশ দূর করুন মানুষ তৈরির মাঝে। নিশ্চয়ই জানেন,

{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} (١٩١) سورة البقرة

অর্থাৎ, ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। *(বাক্বারাহঃ ১৯১)*

{وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} (٢١٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, হত্যা অপেক্ষা ফিতনা (শির্ক) ভীষণতর অন্যায়। *(বাক্বারাহঃ ২১৭)*

সুতরাং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আগে তওহীদ প্রতিষ্ঠায় বেশি বেশি মন দিন। নচেৎ শির্কের আখড়ার উপর তওহীদ প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা হবে এবং ক্ষমতায় আসার পর বল প্রয়োগ ক'রে শির্কের আখড়া ভাঙ্গার সংকল্প থাকলে তার আগে গদির পায়াই

ভেঙ্গে সব কিছু উল্টে যাবে।

ইমারত গড়ার আগে ইট ভালোভাবে প্রস্তুত করুন। ঐক্যের সিমেন্ট সংগ্রহ করুন। নচেৎ বুঝতেই তো পারছেন, বিচ্ছিন্নতার সিমেন্ট দিয়ে কাঁচা ইটের ইমারত গেঁথে তুললে অচিরেই তা ভেঙ্গে পড়বে।

ইসলামী জিহাদের শর্তাবলী পূরণ ও পালন ক'রে তার পথ ধরুন। নচেৎ জিহাদের নামে এককভাবে এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে ইসলাম ও মুসলিমদের বদনাম হয় এবং মানুষের নিকট ইসলাম ও মুসলিমরা ঘৃণ্য রূপে পরিচয় পায়। গায়ে বল থাকলেই কেউ জয়ী হয় না, বল প্রয়োগ করার হিকমত জানতে হয়। নচেৎ বলের অপপ্রয়োগ ঘটালে বিজয়ের বল গোলপোস্টে পৌঁছে না।

সশস্ত্র জিহাদ ছাড়াও তো অন্য জিহাদ আছে, সে জিহাদ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ».

"আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে

মু’মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু’মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু’মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।” *(মুসলিম ১৮৮নং)*

আধুনিক বিশ্বে যেমন মিযাইল-যুদ্ধ নতুন, তেমনি কলমের যুদ্ধও নতুন। যদিও কবিতা-যুদ্ধ সে যুগে ছিল এবং তা কলম-যুদ্ধেরই শামিল। অতএব সামর্থ্য হলে কলমের যুদ্ধ করুন।

আরবী কবি বলেছেন,

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم ... وعَدُّوه مما يكسب المجد والكرم

كفى قلم الكُتَّاب عزاً ورفعةً ... مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم

অর্থাৎ, বীরগণ যদি কোনদিন নিজেদের তরবারির কসম খায় (বিশাল মর্যাদার জিনিস মনে করে) এবং তাকে সেই জিনিসের শামিল গণ্য করে, যে জিনিস গৌরব ও সম্মান আনয়ন করে।

(তাহলে) লেখকদের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার জন্য চিরদিন কলমই যথেষ্ট, যেহেতু আল্লাহ কলমের কসম খেয়েছেন!

ভেবে দেখুন, নবীকে গালিদাতা যদি আপনার একান্ত আপন কেউ হয়, তাহলে আপনি কী করবেন? নিশ্চয় চেষ্টা করবেন, যাতে সে হিদায়াত পায়, যাতে সে বিরত হয়। নিশ্চয় তার জন্য দুআ করবেন। কোন জ্ঞানী মানুষ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করবেন। বুযুর্গকে দুআ করতে বলবেন।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ব্যাপারে এমন কথা শুনালেন, যা আমার পছন্দ ছিল না। সুতরাং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে

কাঁদতে কাঁদতে এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। আজ আবার দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে এমন কথা শুনালেন, যা আমার পছন্দ নয়। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আবূ হুরাইরার আম্মাকে হিদায়াত করেন।'

আল্লাহর রসূল ﷺ দুআ ক'রে বললেন,

« اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِى هُرَيْرَةَ ».

"হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরাইরার আম্মাকে হিদায়াত কর।"

সুতরাং আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর দুআতে সুসংবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দরজার কাছে এসে দেখলাম, তা ভিতর থেকে বন্ধ। আম্মা আমার পায়ের শব্দ শুনে বলে উঠলেন, 'একটু থামো আবূ হুরাইরা!'

আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি গোসল ক'রে জামা পরলেন এবং তাড়াহুড়া ক'রে ওড়না না নিয়েই দরজা খুলে বলে উঠলেন, 'আবূ হুরাইরা!

(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকার উপাস্য নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।'

এ কথা শুনে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে গেলাম। তখন আমি খুশীতে কাঁদছি। বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুসংবাদ নিন। আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আবূ হুরাইরার আম্মাকে হিদায়াত করেছেন।'

তিনি সে খবর শুনে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, স্তুতি বর্ণনা করলেন এবং আরো কিছু ভালো কথা বললেন। পুনরায় আমি বললাম 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আমাকে এবং আমার আম্মাকে তাঁর মু'মিন বান্দাদের কাছে এবং তাদেরকে আমাদের কাছে প্রিয় ক'রে দেন।'

তিনি দুআ ক'রে বললেন,

« اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا – يَعْنِى أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ – إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ ».

"হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই বান্দা-(বান্দী)কে মু'মিনদের কাছে এবং মু'মিনদেরকে এদের কাছে প্রিয় ক'রে দাও।"

সুতরাং এমন কোন মু'মিন সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শোনে অথবা আমাকে দেখে অথচ আমাকে ভালোবাসে না। *(মুসলিম ৬৫৫১নং)*

আপনি যদি এমন কোন মজলিসে থাকেন, যেখানে আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে সমালোচনা অথবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অথবা গালাগালি চলছে এবং আপনার প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও নেই, তাহলে সেখান থেকে উঠে চলে আসুন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} (١٤٠) سورة النساء

অর্থাৎ, তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। (নিসা ঃ ১৪০)

আর তিনি কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন, তা হল এই আয়াত,

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

سورة الأنعام (٦٨)

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (আন্‌আম ঃ ৬৮)

খবরদার! আবেগ ও রাগবশে মহান আল্লাহর দন্ডবিধি নিজেই প্রয়োগ করে বসবেন না। নচেৎ, তাতে হিতে-বিপরীত হতে পারে। যেহেতু ব্যক্তিপর্যায়ে দন্ডবিধি প্রয়োগের বৈধতা থাকলে বিশাল বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে সমাজে। নির্বিচারে খুন হবে বহু মানুষ। আর তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং ধৈর্য-সহকারে অন্যান্য বৈধ পন্থা অবলম্বন করুন।

والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

দন্ডবিধি প্রয়োগ করবে শাসক

ইসলামে যে সকল অপরাধের 'ক্বিস্বাস ও হুদূদ' (দন্ডবিধি) আছে, তা প্রয়োগ করবে একমাত্র ক্ষমতাসীন শাসক। খুনের বদলে খুন, বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা, মুর্তাদকে হত্যা, চোরের হাত কাটা ইত্যাদি শাস্তি কোন পাবলিক দিতে পারে না। যেহেতু সকলেই নিজের নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিচার ক'রে দন্ড দিতে থাকলে পরিবেশে বিশাল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেবে। সবল দুর্বলকে ধ্বংস ও বিনাশ

ক'রে ছাড়বে।

অবশ্য অপরাধী যদি অধিকারভুক্ত দাসদাসী বা ক্রীতদাস-দাসী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে শাসকের অনুমতি না নিয়ে দন্ডবিধি প্রয়োগ করার বৈধতা আছে মালিকের।

তবুও বহু আবেগময় মানুষ আছে, যারা সাধারণ নাগরিক হয়ে খলীফা উমার সাজতে চায়। খলীফা না হয়ে খলীফার শাস্তি প্রয়োগ করতে চায় স্বাধীন মানুষদের উপরে! তাদের দলীলও আছে একাধিক। আসুন আমরা তাদের সেই সব দলীল নিয়ে পর্যালোচনা করি।

১। দুই ব্যক্তি তাদের আপোসের বিবাদ নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হল। তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। কিন্তু যার বিপক্ষে ফায়সালা হল, সে তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আমাদেরকে উমারের কাছে পাঠান। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলে তারা তাঁর কাছে এসে যার সপক্ষে ফায়সালা হয়েছিল সে বলল, 'হে ইবনে খাত্ত্বাব! রসূল ﷺ আমার সপক্ষে এর বিপক্ষে ফায়সালা করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ আপনার কাছে বিচারপ্রার্থী হতে তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (সুতরাং আপনি আমাদের বিবাদের বিচার ক'রে দিন।)

এ কথা শুনে উমার رضي الله عنه বললেন, 'এই ব্যাপার?' সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' উমার رضي الله عنه বললেন, 'তোমরা নিজেদের জায়গায় অপেক্ষা কর। আমি (ভিতর থেকে) ফিরে এসে তোমাদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দেব।'

সুতরাং তিনি ভিতরে গিয়ে তরবারি এনে পুনর্বিচারপ্রার্থীকে হত্যা ক'রে দিলেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পালিয়ে গেল। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনা খুলে বললে, তিনি বললেন, "আমার

ধারণায় ছিল না যে, উমার কোন মু'মিনকে হত্যা করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করবে।"

কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। (নিসা ঃ ৬৫)

সুতরাং নবী ﷺ তার রক্ত বাতিল ক'রে দিলেন এবং উমার رضي الله عنه-কে নির্দোষ ঘোষণা করলেন।

ইবনে কাষীর এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'এইভাবে আবুল আসওয়াদ থেকে ইবনে লাহীআহ সূত্রে ইবনে মারদাওয়াইহ বর্ণনা করেছেন। এ হল গারীব ও মুরসাল আষার এবং ইবনে লাহীআহ যয়ীফ। আর আল্লাহই ভালো জানেন।' *(তফসীর ইবনে কাষীর)*

দলীল স্বরূপ এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে ঐ শ্রেণীর মানুষেরা শাসকের বিনা অনুমতিতে দন্ড প্রয়োগ করা বৈধ মনে করে। অথচ বুঝতেই পারছেন, এ আষার দলীলযোগ্য নয়। কারণ ঃ-

(ক) আষারটি যয়ীফ। যেহেতু তা মুরসাল এবং এক বর্ণনাকারী যয়ীফ।

(খ) সাধারণতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তাঁর বিচারে কেউ সন্তুষ্ট ও সম্মত না হলে খুব রাগান্বিত হতেন এবং তাকে ধমক দিতেন। অথচ উক্ত ঘটনায় তেমন কিছু দেখা যায় না। তাতেও

সন্দেহ হয়, তা সত্য কি না।

যেমন মদীনার একজন আনসারী যুবাইর ﷛-এর বিরুদ্ধে হার্রার খেজুর-বাগানের সেচ-নালার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করল। আনসারী বলল, 'পানি ছেড়ে দিন, পানি বয়ে যাক।' কিন্তু যুবাইর ﷛ তা অস্বীকার করলে দু'জনে নবী ﷺ-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হলেন। তিনি যুবাইরকে বললেন,

« اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ».

"তুমি সেচে নাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।"

এ ফায়সালা শুনে আনসারী রেগে উঠল এবং বলল, 'আপনার ফুফাতো ভাই কি না? (তাই তার সপক্ষে বিচারটা করলেন!)"

এ কথা শুনে আল্লাহর রসূলের চেহারা রাঙা হয়ে গেল। পুনরায় তিনি বললেন,

« يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ».

"যুবাইর! তুমি সেচতে থাকো। অতঃপর পানি দেওয়ালের গোড়া অবধি না পৌঁছনো পর্যন্ত আটকে রাখো।"

যুবাইর ﷛ বলেন, আল্লাহর কসম! আমার ধারণা এই প্রেক্ষিতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে,

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর

তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(নিসা ঃ ৬৫, বুখারী ২৩৬০, মুসলিম ৬২৫৮-নং)*

সুতরাং সহীহ হাদীসের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, যয়ীফ হাদীসের ঐ ঘটনা শুদ্ধ নয়। লক্ষণীয় যে, বিচার না মানার ফলে মহানবী ﷺ রাগান্বিত হয়েছেন। আর পূর্বের বর্ণনায় তিনি রাগান্বিত না হয়ে সাহাবীর কাছে বিচার নিতে অনুমতি দিয়েছেন!

(গ) উক্ত ঘটনায় আছে, যার সপক্ষে বিচার হয়েছিল, উমার رضي الله عنه তাকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে বেচারা পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। অথচ তার তো কোন দোষ থাকার কথা নয়। তাঁর কাছে পুনর্বিচার সে তো চায়নি।

(ঘ) অন্যান্য সহীহ হাদীস ও ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যদি কোন অপরাধী হত্যাযোগ্য হতো, তাহলে সাহাবাগণ মহানবী ﷺ-এর কাছে হত্যা করার অনুমতি চাইতেন। খোদ হযরত উমার رضي الله عنه-ও অনেকবার অনুরূপ হত্যার অনুমতি চেয়েছেন। যেমন ঃ-

(এক) হাত্বেব বিন আবী বালতাআহ মক্কা অভিযানের খবর গোপনভাবে চিঠি লিখে মক্কার কুরাইশদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন। ধরা পড়লে উমার رضي الله عنه বলেছিলেন,

(يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ).

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।’ *(বুখারী ৩০০৭, মুসলিম ৬৫৫৭নং)*

(দুই) একদা জিইর্রানাতে মহানবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!’ মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন,

(وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ).

"দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে? ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব, যদি আমি ইনসাফ না করি।" উমার ﷺ বললেন,

(يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ).

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওর ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন। আমি ওর গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' *(বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ২৪৯৬নং)*

(তিন) আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক-সর্দার যখন বলেছিল, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।' তখন উমার ﷺ মহানবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

(دَعْنِى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ).

'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' *(বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ৬৭৪৮-নং)*

শাসকের অনুমতি না নিয়েই আবেগে, রাগে, ক্ষোভে উমার তলোয়ার চালিয়ে দেননি।

মোটকথা, যে ঘটনা দিয়ে শাসকের বিনা অনুমতিতে সাধারণ ব্যক্তির দন্ড প্রয়োগ করার বৈধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, তা আসলে একাধিকভাবে ভিত্তিহীন।

২। এক ক্রীতদাস চুরি করলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার হাত কেটে দিয়েছিলেন।

(ক) হতে পারে সেই ক্রীতদাসের মালিক ছিল মা আয়েশার ভাতিজারা। তারা ছোট ছিল বলে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মালিক হয়ে হাত কাটার হুকুম দিয়েছিলেন।

(খ) হতে পারে তাঁর অভিযোগ ও আবেদন মুতাবিক খলীফাই তার হাত কেটেছিলেন।

মোটকথা, এ ঘটনাতেও এ দলীল নেই যে, শাসক ছাড়া কোন সাধারণ ব্যক্তি দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া মালিকানাভুক্ত দাস-দাসী হলে তা পারা যায়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

৩। ইবনে উমার ﷺ-এর এক পলাতক গোলাম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তিনি তার হাত কেটেছিলেন।

(ক) এ ঘটনাতেও অধিকারভুক্ত দাসের উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করার প্রমাণ রয়েছে, স্বাধীন ব্যক্তির উপর নয়।

(খ) এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি দাসটিকে মদীনার গভর্নর সাঈদ বিন আসের নিকট হাত কাটার জন্য পাঠিয়েছিলেন। *(মুঅত্ত্বা মালেক ৩০৮ ১নং)*

সুতরাং এ ঘটনাতেও এ দলীল নেই যে, শাসক ছাড়া কোন সাধারণ ব্যক্তি দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে।

৪। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র এক ক্রীতদাসী তাঁকে যাদু করলে তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন।

এটাও ঐ অধিকারভুক্ত দাসীর উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করার ঘটনা। সুতরাং আম পাবলিকের উমার সাজার দলীল এতেও নেই।

৫। এক অন্ধ সাহাবীর স্ত্রী নবীজীকে গালি দিতো। এক রাতে তিনি তার পেটে খঞ্জর বসিয়ে তাকে হত্যা করেন। অতঃপর নবী ﷺ তার খুন বাতিল ঘোষণা করেন।

(ক) ঐ মহিলা সাহাবীর স্ত্রী ছিল না; বরং ক্রীতদাসী ছিল। সুতরাং এ ঘটনাও অধিকারভুক্ত দাসীর উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করার বৈধতা প্রমাণ করে।

(খ) ঐ মহিলা কাফের ও ইয়াহুদী ছিল। মুসলিম হলে গালি দেওয়ার ফলে সে মুর্তাদ হয়ে যেতো। ফলে সেই মহিলাকে স্ত্রী রূপে রাখা সাহাবীর জন্য বৈধ হতো না। আর সে ক্ষেত্রে শাসকের অনুমতি ছাড়া

তাকে হত্যা করাও বৈধ হতো না।

বলা বাহুল্য, কোন ঘটনাতেই এ কথার দলীল নেই যে, শাসনকর্তৃপক্ষ ছাড়া জনসাধারণ কোন দন্ডবিধি কোন অপরাধীর উপর প্রয়োগ করতে পারে। যেহেতু তাতে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনাই অধিক।

সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ কেউ কোন দন্ডবিধি নিজের স্ত্রী-পরিবারের উপরেও প্রয়োগ করতে পারে না। স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলে ঈর্ষায় তাকে হত্যা করতে পারে না। এমনকি বিনা সাক্ষী-প্রমাণে বিচারকের কাছে তার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগও আনতে পারে না।

হিলাল বিন উমাইয়াহ মহানবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, তার স্ত্রী শারীক বিন সাহমার সাথে ব্যভিচার করেছে। তিনি তাকে বললেন, "প্রমাণ উপস্থিত কর। নচেৎ তোমার পিঠে (চাবুক) দন্ড প্রয়োগ করা হবে।"

সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপরে কোন পরপুরুষকে চেপে থাকতে দেখলে সে কি (বাইরে গিয়ে চারজন সাক্ষী) প্রমাণ খুঁজতে যাবে?'

কিন্তু নবী ﷺ বলতে থাকলেন,

«الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ».

অর্থাৎ, প্রমাণ উপস্থিত কর। নচেৎ তোমার পিঠে (চাবুক) দন্ড প্রয়োগ করা হবে। *(বুখারী ২৬৭১, ৪৭৪৭নং)*

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বিধান হল,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) النور

অর্থাৎ, অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (নূর ঃ ৪)

একদা সা'দ বিন উবাদাহ বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখি, তাহলে তরবারির ধারালো দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করব।' এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন,

(أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي).

"তোমরা কি সা'দের ঈর্ষায় আশ্চর্যান্বিত হও? নিশ্চয় আমি ওর থেকে বেশি ঈর্ষান্বিত এবং আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি ঈর্ষান্বিত।" *(বুখারী ৬৮-৪৬, মুসলিম ৩৮-৩৭নং)*

হ্যাঁ, প্রচন্ড ঈর্ষা ও ক্ষোভে সে এমন কাজ ক'রে বসতে পারে। অথচ তা তার জন্য বৈধ নয়। সুতরাং প্রমাণ পেশ না ক'রে খুন করলে ঈর্ষাবান খুনীকে খুনের বদলে খুন করা হবে। *(আল-মুন্তাক্বা ১২২২নং)*

যেমন ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে তার শাস্তি হত্যাও নয়, একশত বেত্রাঘাত। সুতরাং আবেগের খুন মানে, নিজেকে খুন করার অপরাধ।

বলা বাহুল্য, কেউ দন্ডনীয় অপরাধ করলে সে দন্ড কোন সাধারণ লোক প্রয়োগ করবে না। বরং সে ঐ অপরাধের খবর শাসনকর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবে। ইসলামী শাসন না থাকলে হত্যার ব্যাপারে সে নিজে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

ইবনুল মুফলিহ বলেন,

تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه.

অর্থাৎ, দন্ডবিধি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রনেতা বা তার নায়েব ছাড়া অন্যের জন্য হারাম। *(আল-ফুরু' ৬/৫৩)*

আর এ ব্যাপারে ফুকাহাদের কোন মতভেদ নেই। *(আল-মাউসূআতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৫/২৮০)*

হে আল্লাহ! তুমি মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথ দেখাও। তাদের পথ দেখাও, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ, যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়। (আমীন)

সমাপ্ত